এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন সিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন তুমি প্রতিশ্রুতি
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ জঙ্গি হামলা রুখতে কালীঘাট মন্দিরে এনএসজি-র মহড়া
আনন্দপুরে অভিজাত আবাসনের রাঁধুনিকে ধর্ষণের চেষ্টা ৩

কলকাতা ২৫ অগস্ট ২০২৬ ৭ ভাদ্র ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.08.2026, Vol. 20 Issue No. 75, 8 Pages, Price 3.00

৭ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শারদোৎসবের আর দেড় মাস বাকি। তার আগেই রাজ্যের দুর্গাপুজোর সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ৭ সেপ্টেম্বর বিশেষ বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, ওই দিনই দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রশাসনিক বৈঠক হবে। সরকার পরিবর্তনের পর তাঁর নেতৃত্বে এটাই হবে দুর্গাপুজো নিয়ে প্রথম উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুজোর প্রস্তুতি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ৭ সেপ্টেম্বরের বৈঠকেই জানানো হবে। এখনই এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি তিনি। তাঁর কথায়, 'সব আগে থেকে বলে দিলে হবে না। পুলিশ ও তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকরা বিষয়টি দেখবেন। এখন সরকারে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। দপ্তর ও আধিকারিকরাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন।'

ফের তপ্ত মণিপুর, গুলিবিদ্ধ জওয়ান

ইম্ফল, ২৪ অগস্ট: ফের রণক্ষেত্রে মণিপুর। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মাঝে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। একের পর এক বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে দুষ্কৃতীদের তরফে। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার জেরে এদিন সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু করেছেন স্থানীয়রা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাত আড়াইটে নাগাদ। কাংপোকপি জেলার তাপৌ কুকি গ্রামে দুষ্কৃতীরা একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই হামলার খবর সামনে আসার পর ভোর চারটে নাগাদ সেনাপতি জেলার নাগা তাপৌ গ্রামে পুড়িয়ে দেওয়া হয় পরপর বাড়ি। সেনাপতিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়রা সেনাপতি গেটে জড়ো হন ২ নম্বর জাতীয় সড়কে কাঠ ও টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন তাঁরা। এর জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে তাপৌ কুকি ভিলেজ অথরিটির তরফে এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে সাধারণ মানুষের বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে সংগঠনটি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে কুকিরা।

এই ঘটনার পর ওই গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। এলাকায় দুই দলের মধ্যে গোলাগুলিতে একজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হন। তাঁকে সেনাপতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

১.৪৫ কোটির বেশি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা

যোগ্য সবাই পাবে, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্য কোনও আবেদনকারী বঞ্চিত হবেন না বলে ফের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৭২ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, উপভোক্তাদের মধ্যে ১৯ লক্ষ ২০ হাজার মুসলিমও রয়েছেন। যাঁরা যোগ্য, তাঁদের সকলকেই ধাপে ধাপে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করে তালিকা তৈরি হওয়ায় কিছু সমস্যা হয়েছিল। সেই কারণে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য পৃথক পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেখানে সাড়ে চার লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে এবং সেগুলির নিষ্পত্তির কাজ চলছে। এ সময় পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে আবাস যোজনার বণ্টনে ধর্মীয় বৈষম্যের অভিযোগও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত উপভোক্তারা বঞ্চিত হয়েছেন এবং সেই সমস্ত তথ্য সরকার খতিয়ে দেখছে।

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া লাইভে এসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা অভিযোগ তুলেছিলেন যে, নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখন নানা রকম শর্ত ও জটিলতা চাপিয়ে মা-বোনেদের অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা সমাজমাধ্যমে বিজেপি সরকারকে অন্নপূর্ণা যোজনায় অনিয়ম এবং মহিলাদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে আক্রমণ করেছিলেন। পাল্টা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, তিনি ফেসবুকেই থাকুন। বাড়ি থেকে আর বেরোতে হবে না। আর যাতে বেরোতে না পারেন 'সেই ব্যবস্থা' তিনি করবেন।

শুভেন্দু আরও বলেন, 'সব জায়গাতেই যোগ্য এবং অযোগ্যের বিষয় থাকে। সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনেই স্ক্রুটিনি করা হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, বিভিন্ন এলাকা থেকে আবেদন সংক্রান্ত প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ অভিযোগ এসেছিল এবং প্রতিটি অভিযোগ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমাদের সরকার কোনও ধর্মের বিভাজন করে না। যারা অতীতে রাজনৈতিক অবস্থান বা মতুয়া সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে মানুষকে প্রতারিত করেছিল, তাদের মুখে এসব কথা মানায় না।' একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী দিনে যদি আরও ২০ থেকে ৩০ লক্ষ প্রকৃত দাবিদার যাঁরা থাকেন, তবে তাঁদেরও এই আর্থিক সহায়তার আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হবে।

এর পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীদের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অনুযায়ী দ্রুত আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করে নাগরিকত্বের সংশাপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশও পাঠানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এও জানান, বর্তমানে অপেক্ষায় থাকা ২ লক্ষ ৭ হাজার আবেদনের পাশাপাশি নতুন আবেদনকারীদের শুনানিও দ্রুত শেষ করা হবে। বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে চলে আসা হিন্দু ও মতুয়া শরণার্থীদের হাতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে দ্রুত অফিসিয়াল নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

আজ থেকে কার্যকর আংশিক গুন্ডাদমন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকেই রাজ্যে গুন্ডাদমন আইনের একটি অংশ কার্যকর হল। নবান্ন থেকে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে আরও একবার জোর গলায় সেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত অধিবেশনেই বিধানসভায় গুন্ডাদমন বিল পেশ করা হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে ওই বিল পাশও হয়ে যায়। এরপর ওই বিল গিয়েছিল রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল বিলে সই করেছেন বলে প্রাথমিক খবর।

এদিন সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই গুন্ডাদমন আইন নিয়ে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দিলেন, 'আজ, সোমবার থেকেই গুন্ডাদমন আইনের একটি অংশ কার্যকর হল পশ্চিমবঙ্গে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।' সরকারি সম্পত্তি নষ্টে ৩ গুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে, তাও আবার সুদ-সমেত। পুলিশের উপর হামলা হলেই দ্রুত পদক্ষেপ হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্নপূর্ণা বঞ্চনায় চড়া সুর মমতার

দুধ গরম বিতর্কে পরিবারকে বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা না পেয়ে রাজ্যজুড়ে মহিলাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের পারদ চড়তেই এবার ময়দানে অবতীর্ণ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বকেয়া টাকা না মেলা এবং ভাতার যোগ্য-অযোগ্যের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও ভূমিকা নিয়ে সরাসরি চাঁচাছোলা ভাষায় প্রশ্ন তুললেন কালীঘাট তৃণমূল প্রধান।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পথ ও রেল অবরোধ এবং শাসক দলের স্থানীয় নেতা-মন্ত্রীদের ঘিরে মহিলাদের বিক্ষোভের পটভূমিতে সোচ্চার হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাওয়া গরিব মহিলাদের একটি বড় অংশকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাঁর সুনির্দিষ্ট দাবি, 'আগে সামাজিক সুরক্ষা ছাতার আওতায় যে সমস্ত মহিলারা আর্থিক সাহায্য পেতেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশের ভাতাই এখন বন্ধ করে রাখা হয়েছে।' নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পুরোপুরি পরিষ্কার না হলেও, সিংহভাগ মহিলাই যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ পাচ্ছেন না, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলেও জানান তিনি।

প্রশাসন ও শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নির্বাচনের আগে ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় কোনও কঠিন শর্তের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এখন সুবিধা দেওয়ার নাম করে জটিল ফর্ম পূরণ ও বিভিন্ন নিয়মের বোঝা চাপানো হচ্ছে। কে এই প্রকল্পের যোগ্য আর কে যোগ্য নন, তা ঠিক করার একচ্ছত্র অধিকার শাসকদলের নেই বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন। তাঁর অভিযোগ, সরকার সাধারণ মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছচ্ছে কি না সেদিকে নজর দেওয়ার সময় পাচ্ছে না। বদলে কেবল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার তৃণমূল কর্মীকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে নাতির জন্য দুধ গরম করাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্কের ঘটনার কঠোর সমালোচনা করে ওই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের থাকা এবং শিশুটির পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য নেবে বলেও জানান তিনি।

চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে জোরদার নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমের আগে চিনির কৃত্রিম সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যৌথ নজরদারি চালাবে। চিনির অবৈধ মজুতদারি না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে অভিযান চালাবে বলেও জানানো হয়েছে।

মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি সুরেশ কুমার নায়েকের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, কনফেকশনারি, সফট ড্রিঙ্কস প্রস্তুতকারক, বড় মিষ্টির দোকান এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার মতো যেসব ব্যবসায়ীর বেশি পরিমাণ চিনি প্রয়োজন, তারা একটানা ১৫ দিনের বেশি ১০ মেট্রিক টনের বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবেন না। নিয়ম ভাঙলে ন্যূনতম তিন মাসের কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মাঠে নেমে স্টক পরীক্ষা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং বাজারে নজরদারি বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এ দিন চিনির বাজার পরিস্থিতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে পৃথক দু'টি বৈঠক হয়েছে। তিনি জানান, খাদ্য পরিদর্শকদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি ক্রেতা সুরক্ষা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আগামী ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে 'ক্রেতা সুরক্ষা সপ্তাহ' পালন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া ক্রেতা সুরক্ষা টাস্ক ফোর্সকে ফের সক্রিয় করা হয়েছে। রাজ্যের ৭২টি মহকুমা এবং ৩৫টি পুলিশ কমিশনারেট স্তরে এই টাস্ক ফোর্স কাজ করবে। এতে মহকুমাশাসক, পুলিশ আধিকারিক, পুর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি কৃষি বিপণন ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরাও থাকবেন। রাজ্যসত্রে পুরো বিষয়টির উপর নজরদারী করবেন মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি। সরকারের আশা, বাজারে নজরদারি বাড়লে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মজুতদারি এবং ভেজাল রোধে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

মেট্রোর পিঙ্ক লাইনের উদ্যোগের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক বিটি রোড বরাবর বরানগর-ব্যারাকপুর মেট্রো করিডোর (পিঙ্ক লাইন)-এর জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট জারি করাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই কথা জানান তিনি। পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, 'এই মাইলফলক কলকাতার উত্তর শহরতলিজুড়ে দ্রুত গণপরিবহণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা যাতায়াতের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার, প্রধান সড়কগুলিতে যানজট হ্রাস করার এবং যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বহন করে।'

তিনি আরও জানান, 'এই ১২-কিলোমিটার করিডরের অগ্রগতি দেখায়, প্রশাসনিক দৃঢ়সংকল্প কি কি অর্জন করতে পারে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গণপরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে একটি নতুন জলের পাইপলাইন নির্মাণ-সহ শক্তিশালী নাগরিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে। গণপরিবহণ পরিকাঠামোর পথ সুগম করার পাশাপাশি শহরের অপরিহার্য পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উন্নয়নের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলছে এই সিদ্ধান্ত।

মহুয়ার সার্কিট-আর্জি গুরুত্ব পেল না সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: রাতের অন্ধকারে নিজের লোকসভায় এলাকায় সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নোটিস ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া মৈত্র। কিন্তু মহুয়া মৈত্রের জরুরি শুনানির আবেদনে গুরুত্ব দিল না সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মহুয়া মৈত্র। সোমবার প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই মামলা উল্লেখ করা হলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আমরা এই আবেদন গুরুত্ব দিচ্ছি না।'

গত ১৪ অগস্ট কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে থাকাকালীন গভীর রাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে ঘর খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। মহুয়ার দাবি, হাইকোর্টের সুরক্ষা নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা তাঁকে মাঝরাতে হেনস্থা করেন এবং বাইরে বিক্ষোভ দেখায় একদল লোক।

দাবি রেজিস্ট্রার গ্রেপ্তারের, সরব এনআইএ চেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিসিটিভি ফুটেজ, রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে 'তথ্যপাচার'-এর অভিযোগ আর তার মাঝেই এনআইএ তদন্তের দাবি এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে। গত ১৯ অগস্টের তাণ্ডবকে কেন্দ্র করে সোমবার ফের চরম উত্তেজনা ছড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোমবার এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে গোটা ঘটনাকে 'সাজানো নাটক' বলে উড়িয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবিরের তিন সংগঠন এবিআরএসএম, এবিভিপি এবং বিএমএস। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডলের গ্রেপ্তারির দাবিতে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ভিসি বুদ্ধদেব সাউ।

সোমবারের সাংবাদিক বৈঠকে এবিআরএসএম-এর প্রতিনিধি অধ্যাপক ভাস্কর সর্দার রীতিমতো বোমার মতো ফাটান। তাঁর অভিযোগ, ১৯ অগস্ট সকালে কোন নিয়মে অরবিন্দ ভবনে সাধারণ সভা বা জিবি ডাকা হয়েছিল, তার তদন্ত হওয়া দরকার। গভীর রাতে বহিরাগতদের ভিড় নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার স্বপ্ননীল বা অনামিকার মতো করুণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে কি না তা নিয়েও। ক্যাম্পাসে মাদক কারবার বন্ধ করতে পুলিশ ফাঁড়ির সওয়াল করে ভাস্করের খোঁচা, 'ক্যাম্পাসের কিছু 'দিমাগি নকশাল' পুলিশ ফাঁড়িতে আপত্তি জানাচ্ছে। কারণ ফাঁড়ি হলেই ভিতরে অবাধ মদ-গাঁজার উন্মুক্ত কারবার এক লপ্তে বন্ধ হয়ে যাবে।'

এদিকে ঘটনার দিন ১ ও ৪ নম্বর গেটের কাছে উপস্থিত থাকা নিয়ে সুর চড়িয়েছেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য তথা গণিতের অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ। তিনি স্পষ্ট জানান, গণ্ডগোলের খবর পেয়ে আবাসনের কাছে হওয়ায় তিনি গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু গেট খোলার কোনও নির্দেশ দেননি। সিসিটিভি ফুটেজ সংবাদ মাধ্যমে কীভাবে ছড়াল, তা নিয়ে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। বুদ্ধদেববাবুর সোজাসাপ্টা অভিযোগ, 'রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তথ্য বাইরে ছড়ানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে হস্টেলের ভিডিও, পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ভাবেই পঠনপাঠন চলছে এবং কোনও ধরনের গোলমালের খবর তাঁর কাছে নেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আর্টস হস্টেল সংক্রান্ত কয়েকটি ভিডিও এসেছে বলে জানান তিনি। ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদবপুরে ক্লাস স্বাভাবিক ভাবে চলছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ করছেন এবং কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। তিনি অভিযোগ করেন, একটি নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যম বিষয়টি নিয়ে অযথা আগ্রহ দেখাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ গ্রহণ শাখায় আর্টস হস্টেল সম্পর্কিত কয়েকটি ভিডিও জমা পড়েছে। সেখানে কিছু ছবি ও স্লোগান রয়েছে, যা দেশের পক্ষে ঠিক নয় বলে তাঁর দাবি। ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি সেগুলি উপাচার্যের কাছে পাঠাচ্ছেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রবাদ ও দেশপ্রেমের পরিবেশ বজায় থাকবে। আর্টস হস্টেলে দেশবিরোধী বা মাওবাদী নেতা কিষেণজিকে সমর্থন করে কোনও কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এ বিষয়ে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ রয়েছে এবং যাচাইয়ের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, এ বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

আসন্ন রাখিবন্ধন উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে দেশপ্রেমের বার্তা ছড়াতে ৪ হাজার কর্মসূচির আয়োজনের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুর

পিজিতে গাছ উপড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টি ও আলগা মাটির জেরে শহরের অন্যতম ব্যস্ত সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএমে ঘটল চরম বিপত্তি। সোমবার সকালে হাসপাতালের ভেতরেই আস্ত এক বিশাল পুরনো গাছ আচমকা ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় আরও দু'জন প্রবীণ ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় হাসপাতাল চত্বরে।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে সকাল আটটা নাগাদ। হাসপাতালের নিউরোলজি ও নেফ্রোলজি বিভাগ সংলগ্ন ১ নম্বর ওপিডি গেটের ঠিক পাশেই রয়েছে রোগীর পরিজনদের বসার একটি জায়গা। অন্যান্য দিনের মতোই সকাল থেকে সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা রোগী ও তাঁদের নিকট আত্মীয়রা। আচমকাই সেই স্থানে থাকা একটি দীর্ঘদিনের পুরনো ডালপালাযুক্ত বৃক্ষ বিকট শব্দে মূলসহ উপড়ে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাছের নিচে চাপা পড়েন সেখানে বসে থাকা একাধিক ব্যক্তি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশকর্মী এবং অন্যান্য রোগীর পরিজনরা তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজে হাত লাগান। গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা সরিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা রাহেদা বিবি নামে বছর ৪৬-এর এক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, মৃত রাহেদা বিবির বাড়ি বীরভূম জেলার নলহাটি থানার অন্তর্গত হায়দারপুর গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম সেলিম শেখ। গ্রামেরই এক আত্মীয় আখলিমা বিবি ইউরোলজি বিভাগের ৩ তলায় ১৬ নম্বর বেডে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর দেখভালের জন্যই ভোরবেলা নলহাটি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন রাহেদা। ওপিডি-র সামনে অপেক্ষা করার সময়ই ঘাতক গাছটি তাঁর ওপর ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় জখম অন্য দু'জন হলেন বছর আটষট্টির জিল্লার রহমান এবং ৭৬ বছরের শিশ মহম্মদ শেখ। বর্তমানে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Ranita Lahiri Saha** W/O Ranjit Saha resident of 21, Jogendra Bhavan, B.T College East Lane, Berhampore, Murshidabad Pin-742101 do hereby declare that I have changed my name from Ranita Lahiri Saha to Ranita Lahiri in all purpose, vide affidavit no-06 sworn before the Notary public at Berhampore on dated-21-07-2026. Ranita Lahiri and Ranita Lahiri saha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **LAIBA NAAZ**, D/o Narendra Singh, residing at 13/9, C. N. Roy Road, Kolkata- 700039, have voluntarily **converted my religion from Muslim to Hindu** on **21/08/2026**. Henceforth, I have adopted the new name **DIPTI SINGH** and shall be known as such for all future purposes. Authenticated by an Affidavit sworn before the **1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 28015 on 21/08/2026. LAIBA NAAZ** and **DIPTI SINGH** is same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 14/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19619 নং এফিডেভিড বলে আমি, Md Reyazuddin Ansari, S/o. Nooruddin Ansari, R/o. Thaipara, Sarai, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার আধার কার্ডে কন্যার সঠিক নাম Firdhousi Khatun (যাহা কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ আছে)-এর পরিবর্তে Ashiya Mohammad Riyajuddin এবং কন্যার রেশন কার্ডে Firdaushi Khatun লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সকল নথিপত্রে কন্যার সঠিক নাম Firdhousi Khatun লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Firdhousi Khatun & Ashiya Mohammad Riyajuddin & Firdaushi Khatun D/o. Md Reyazuddin Ansari, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 19/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14413 নং এফিডেভিট বলে আমি Asis Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nemai Chandra Pal ও Nemai Chandrpal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

After accepting Islam & after my marriage, I, Dulu Chatterjee, D/o. Dhanajit Chatterjee Known everywhere as Rabina Khatun W/o. Natu Rahaman. I, Rabina Khatun W/o. Natu Rahaman & Dulu Chatterjee, D/o. Dhanajit Chatterjee, R/o. 994, Balagarh Manaspur Road, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. is the same & one identical person vide an affidavit no. 18442, Dt. 04/08/2026 before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

গত 18/12/13, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে আমি Feroj Ali Momin ও Firoj Ali S/o. Late Anowar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14385 নং এফিডেভিট বলে আমি Hasan Imam S/o. Md. Mohiuddin Hossain Mullick ও Md. Hasan Imam S/o. Md. M. H. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 08 নং এফিডেভিট বলে আমি Delwar Hossain S/o. Ali Hossain ও Sk Delwar Hossain S/o. Sk A Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 38 নং এফিডেভিট বলে আমি Mir Amin Uddin Ali ও Mir Aminuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস,** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র দাস, **২)শ্রী গৌর দাস, ৩)শ্রী প্রশান্ত দাস, ৪)কনিকা দাস, ৫)মনিকা দাস,** ২-৫নং এর পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সকলের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05510/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **ক)শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস ও **খ)শ্রী তন্ময় দাস** পিতা শ্রী গৌর দাস উভয়ের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অনুরূপ ভাবে **১)শ্রীমত্যা তপতী দাস** স্বামী ৺চন্দন দাস, **২)সুমিতা দাস** পিতা ৺চন্দন দাস, **৩)অয়ন্তিকা দাস** পিতা ৺চন্দন দাস, উভয়ের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং ০১/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08931/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী প্রশান্ত ধর,** পিতা ৺প্রানেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তারগণ **১)শ্রী সুশান্ত দাস, ২)শ্রী তন্ময় দাস ও ৩)শ্রী প্রশান্ত ধর** উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং উক্ত শ্রী সুশান্ত দাস স্বয়ং ক্ষমতাবলে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ৬ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৪২৭১, ৪২৭২, ৪২৭৩, ৪২৭৪, ৪২৭৫, ৪২৭৬, ৪২৭৭, ৪২৭৮ ও ৪২৭৯ নং খতিয়ান হইতে, বিগত ইং 16/06/2026 তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-09374/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী চন্দন দাস** পিতা নেপাল দাস, **২)শ্রীমতী শর্মিলা দাস,** স্বামী চন্দন দাস, সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা নিয়ার শীতলা মন্দির, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে, সাবেক ৩০৬ তথা হাল এল.আর. [illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস,** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র দাস, **২)শ্রী গৌর দাস, ৩)শ্রী প্রশান্ত দাস, ৪)কনিকা দাস, ৫)মনিকা দাস,** ২-৫নং এর পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সকলের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে [illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিন 24 পরগনা, থানা বিষ্ণুপুর, মৌজা দেউলবেড়িয়া, জে এল নং 51, হাল দাগ নং 929, হাল খতিয়ান নং 23, রেকর্ডেড রায়ত অবলা মান্না স্বামী দুলাল মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁর ওয়ারিশন এক পুত্র ও তিন কন্যা,তাঁরা হলেন গুণধর মান্না, তারারানি পাত্র, পদ্মারানী সাধুখা ও সাবিত্রী রানী সাধুখাঁ DSR III, ALIPUR রেজিস্ট্রি অফিসে 27/02/2026 তারিখে 2889 নং দলিল মূলে সুজিত ঘাটু পিতা মৃত বলাই ঘাটু কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2, বি এল এল আর ও অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - কাঙ্গনবেড়িয়া, জে.এল. নং. 41, হাল দাগ নং 2893, 2894, হাল খতিয়ান 1796 রেকর্ডের রায়তি মদন মোহন সামন্ত পিতা মৃত বিহারী লাল সামন্ত মৃত্যুবরণ করেছে। তার ওয়ারিশগণদের মধ্যে একপুত্র ও তিনকন্যা তারা হলেন, মানস কুমার সামন্ত, মালবিকা মন্ডল, মিতা ভান্ডারী ও মিনতী মন্ডল বিষ্ণুপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে 22.05.2023 তারিখে 3393 নং দলিল মূলে সুব্রত সামন্ত পিতা - মৃত জহরলাল সামন্ত কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর ২, বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহার ও কোন ও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত।
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩৫/২০২৫

বাদী: - ১) **কৌশিক দত্ত,** পিতা- মৃত নীলাংশু দত্ত, ২) **শ্রীমতী মানসী দত্ত,** স্বামী- মৃত নীলাংশু দত্ত, উভয়ের সাং- ২২, বেনেপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২। ৩) **সুধাংশু দত্ত,** পিতা- মৃত হরেকৃষ্ণ দত্ত, সাং- পোড়ামাতলা রোড (শ্রীটেক্সটাইল -এর পাশে), পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২।

-: বনাম :-

[illegible]

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

In the 7th Addl. Dist. Judge Court, at Paschim Midnapur
J. Misc. 102/2025

Sri Sri Guru Gouranga Giridhari Jew of Village Gopalpur under P.S.-Keshiary, Dist-Paschim Medinipur represented by Sebaits (Trusties)
1) Sri Rampada Maiti (President)
S/O Lt. Gajendra Nath Maiti
Vill-Kanchanpur, P.O.+ P.S.-Keshiary
Paschim Midnapore & Ors

Petitioners.

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানার কেশিয়াড়ী মৌজার গ্রামবাসী সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ঠাকুর জীউর স্বার্থে ও হিতার্থে বিক্রয়ের অনুমতির প্রার্থনায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মন্দির নির্মাণের ও যাবতীয় খরচ খরচায় উপরোক্ত নং মোকদ্দমা দরখাস্তকারীগণ উত্থাপন করিয়াছে। উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমার ধার্য্য দিন আগামী ইং ২২.০৯.২০২৬ তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে।

উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য দিনে উপস্থিত হইয়া আপত্তি আদি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা একতরফা মতে শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

1) District Paschim Medinipur, P.S-Keshiary, Mouza-Kamarchouki, J.L. No. 64, Khatian No. 48,

Plot No	Nature	Area
108	Jal Soyem	1.85 Acre
109	Dahi Pu. Patit	12 decimals
166	Dahi Pu. Patit	20 decimals
246	Jal Soyem	1.95 Acre
25	Jal Soyem	22 decimals

2) District Paschim Medinipur, P.S-Keshiary, Mouza- Dasi Sarisha, J.L. No. 63, Khatian No. 30,

Plot No	Nature	Area
68	Jal Chaharam	82 Decimals

আমত্যানুসারে
বেঞ্চ ক্লার্ক
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর,
এডিশনাল ডি. জর্জ ৭নং কোর্ট, জেলা ডিস্ট্রিক্ট আদালত

জেলা হুগলীস্থিত, তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
মিস কেস নং ২২/২০২৫
-: বিজ্ঞপ্তি :-

দরখাস্তকারি:- **শ্রীমত্যা রত্না চৌধুরী,** স্বামী - স্বর্গীয় গৌতম চৌধুরী, সাকিম - বলাগড় রোড, বামনপাড়া, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ।

এতদ্বারা স্বর্গীয় **গৌতম চৌধুরী,** পিতা - স্বর্গীয় অংশু বিকাশ চৌধুরী, সাকিম - বলাগড় রোড, বামনপাড়া, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, স্বর্গীয় **গৌতম চৌধুরী** মহাশয়ের খরিদা এবং ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া চুঁচুড়া তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে ২২/২০২৫ নং একটি মিস কেস মোকর্দ্দমা চলিতেছে। উক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা শুনানী হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।

\\ তপশীল সম্পত্তি //

জেলা ও ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী অফিস ও থানা চুঁচুড়া, জে. এল. নং- ৮, বলাগড় মৌজায় হাল এল. আর. ৬৩৩৪ নং খতিয়ানে হাল এল. আর. ১৫৮৯ ও ১৫৯০ নং দাগে ০.০১৬ একর সম্পত্তি অত্র মোকর্দ্দমাকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

রত্না চৌধুরী দরখাস্তকারিনী পক্ষে
বিজয়া হালদার,এ্যাডভোকেট
WB/812/10

শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।
০৪.০৮.২৬

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা শান্তা ব্যানার্জ্জী, ২)শ্রী নীলোৎপল ব্যানার্জ্জী, ৩)শ্রীমতী শুভা গুপ্ত,** স্বামী শ্রী দেবাশীষ গুপ্ত এবং ১নং এর স্বামী ও ২-৩নং এর পিতা ৺অমিতাভ ব্যানার্জ্জী(বন্দ্যোপাধ্যায়), সকলের সাকিম ৩৮/৫ বাগবাজার স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০০৩, [illegible] আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী ঊষা মুখার্জ্জী,** স্বামী শ্রী দেবু মুখার্জ্জী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible] আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী কাকলী মাজি,** স্বামী শ্রী গোবিন্দ মাজি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - খাসটিকা, জে.এল. নং - 48 হাল দাগ নং - 271, হাল খতিয়ান নং - 620, 621 রেকর্ডের রায়ত শ্রমতী ইন্দ্রানী দত্ত স্বামী -ঁরামমোহন দত্ত, ইন্দ্রনীল দত্ত, পিতা -ঁরামমোহন দত্ত। আমমোক্তার দাতা - গৌর মান্না, গোপাল মান্না, রীনা মাঝি, পারুল বালা ঘোড়ুই উভয়ের পিতা ঁপ্রফুল্ল্য মান্না। 2014 সালে বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 5522 ও 5524 নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া আব্বাস উদ্দিন সেখ পিতা - মুনসুর আলী সেখ 2024 সালে বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 2011 দলিল বলে আমমোক্তার দলিল করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 নং বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। ক্রেতা - শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী, পিতা - নীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দলিল নং 2154/2024।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

মেট্রো প্রকল্পে সবুজ সংকেত হাইকোর্টের, জটিলতা কাটিয়ে শুরু হচ্ছে বিধান মার্কেটের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরের বুক চিরে এগোতে থাকা জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পের পথে দীর্ঘদিনের আইনি জট অবশেষে কাটল। ধর্মতলার ঐতিহাসিক বিধানচন্দ্র রায় মার্কেট, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিধান মার্কেট নামেই পরিচিত, সেখানে এবার পার্পল লাইনের নির্মাণকাজ শুরু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী সাতদিনের মধ্যে এই কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে শুধুই পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, ঐতিহ্যবাহী এই বাজারের বহু ব্যবসায়ীর রুটিরুজির কথা বিবেচনা করে বেশ কিছু কড়া ও মানবিক শর্তও বেঁধে দিয়েছে আদালত।

সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ এই মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে স্পষ্ট জানান, মেট্রো প্রকল্পের বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা যেমন মাথায় রাখা জরুরি, তেমনই এলাকার ক্ষুদ্র ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা করাও সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার আদালতের তরফ থেকে যে নির্দেশিকা জারি করা হয় তাতে বলা হয়েছে, অবিলম্বে কাজের সূচনার কথা বলা হয়েছে। এরই রেশ ধরে এও নির্দেশ দেওয়া হয়ছে, আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রকল্প এলাকা অধিগ্রহণ ও মেঝের কাজ শুরু করতে পারবে নির্মাণকারী সংস্থা। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্মাণকাজ চলাকালীন দোকানদারদের আপাতত পার্শ্ববর্তী মাউন্টেড পুলিশ প্যাডক এলাকায় অস্থায়ী ভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।শুধু তাই নয়, ব্যবসায়ীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে নতুন স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ, পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং নিরাপত্তার যথাযথ বন্দোবস্ত করতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধী উদ্ভাবনে পেটেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট -এর সিন্টার প্ল্যান্টের কর্মী শ্রী অভিজিৎ কুমার চন্দা ভূমিকম্পের সময় মানুষের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত 'সিসমিক প্রোটেকশন ইউনিট' এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেটেন্ট লাভ করেছেন। ২২ অগস্ট, ২০২৬ তারিখে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্নপুর ও দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা সুরজিৎ মিশ্র, অভিজিৎ কুমার চন্দার হাতে পেটেন্ট সনদটি তুলে দেন। ২০০১ সালের বিধ্বংসী গুজরাত ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনা অভিজিৎ চন্দাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল এবং সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্ভাবনের সূত্রপাত।

ওই ঘটনা তাঁকে ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি সম্ভাব্য সমাধান উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করে। এই ধারনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার পর, অভিজিৎ চন্দা শেষ পর্যন্ত পেটেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর উদ্ভাবনটিকে বাস্তবায়িত করেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)আবিদ হোসেন, ২)মহাম্মদ তাহির,** উভয়ের পিতা মরহুম মহাম্মদ হালিম, **৩)খাতুন বিবি,** স্বামী মরহুম মহাম্মদ হালিম, সকলের সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে [illegible]

ইতি- মহাম্মদ ইব্রাহিম, আমমোক্তার

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৫ অগস্ট ২০২৬, ৭ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার

‘কোনও বাচ্চার মুখের দুধ কেড়ে নেওয়া হয়নি’

সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফুটপাথ দখলমুক্ত করা এবং শহরের রাস্তা-ঘাট সংস্কার নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, ‘কোনও বাচ্চার মুখের দুধ কেড়ে নেওয়া হয়নি। শুধু সরে যেতে বলা হয়েছে।’ ব্যস্ত রাস্তায় একটি শিশুকে হামাগুড়ি দিতে দেখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও ভাবতে হবে। মন্ত্রী বলেন, ফুটপাথ গরিব বা বড়লোক কাউকেই আলাদা করে চেনে না। ফুটপাথ মূলত পথচারীদের চলাচলের জন্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফুটপাথকে মানুষের হাঁটার উপযোগী করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাই অনাবশ্যক সমালোচনা বন্ধের আর্জি জানান তিনি।

তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে রাজ্যে কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামোর দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে তোলাবাজি, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, ফুটপাথ থেকে হকার সরানো, বেআইনি পার্কিং বন্ধ করা বা ফুটপাথকে বসবাসের জায়গা হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে গেলে বিরোধীদের আপত্তি থাকলেও সরকার মানুষের স্বার্থেই সিদ্ধান্ত নেবে।

বিনিয়োগ টানতে শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন জরুরি বলেও জানান মন্ত্রী। রাস্তা ও নিকাশি সংস্কারের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী অক্টোবরের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কথা জানিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দিয়ে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিনিয়োগের কথা হচ্ছে, নতুন শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা হচ্ছে, শিল্প আনার চেষ্টা চলছে। যাঁদের ডাকা হচ্ছে, তাঁরা এসে যদি দেখেন রাস্তা স্তাঘাট যানজটে ভরা, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, শহরের এই পরিবেশ তাঁরা কি বিনিয়োগ করবেন? রাস্তা থেকে ড্রেন, সবকিছু সংস্কারের কাজ চলছে। ১৫ বছরে বাংলার যে অবস্থা হয়েছে, তা কোনওভাবেই ১০০ দিনে ঠিক করা সম্ভব নয়।

জঙ্গি হামলা রুখতে কালীঘাট মন্দিরে এনএসজি-র মহড়া, থ্রিডি ম্যাপিং কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান কালীঘাট মন্দিরে সুরক্ষার বলয় নিশ্ছিদ্র করতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। মন্দির চত্বরে সম্ভাব্য জঙ্গি হামলা ও যে কোনও ধরনের নাশকতা এড়াতে কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি ময়দানে নামল জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষী বা এনএসজি। সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই এনএসজি-র একটি উচ্চপর্যায়ের দল ঘিরে ফেলে মন্দির চত্বর। তাদের সঙ্গে ছিলেন লালবাজারের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স এবং কলকাতা পুলিশের কমান্ডো বাহিনীর আধিকারিকরাও।

এনএসজি সদর দপ্তরের বিশেষ নির্দেশে ২৪ থেকে ২৭ অগস্ট পর্যন্ত টানা তিনদিন কালীঘাট মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় এই বিশেষ রেইকি ও মহড়া চালানো হবে। সোমবার এনএসজি-র ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ১ জন ইউনিট আধিকারিক, ২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার এবং ১০ জন প্রশিক্ষিত কমান্ডো।

এদিন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মন্দিরের প্রতিটি কোণ

মেপে দেখেন আধিকারিকরা। বসানো হয় থার্মাল স্ক্যানার সিস্টেম। এর মাধ্যমে মন্দির চত্বরের নিখুঁত ‘থ্রি-ডি’ ছবি ও ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করা হয়, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। শুধু মহড়াই নয়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে মন্দির কমিটির সঙ্গেও বৈঠকে বসেন তদন্তকারীরা। বর্তমানে নিরাপত্তার কী কী ব্যবস্থা রয়েছে, তা বিস্তারিত জেনে নেয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাহিনীর যৌথ দল।

উল্লেখ্য, শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক মন্দিরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। বিশেষ দিনগুলিতে সেই সংখ্যা ছাড়ায় লক্ষের কোঠা। সেই বিপুল ভিড় এবং সার্বিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই নজির গড়েছে কলকাতা পুলিশ। শহরের কোনও ধর্মীয় স্থানের সুরক্ষায় এই প্রথম আলাদা ‘পুলিশ ফাঁড়ি’ তৈরি করেছে লালবাজার। এর পর এনএসজি-র এই হাই-টেক মহড়া মন্দির চত্বরের নিরাপত্তাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

আনন্দপুরে অভিজাত আবাসনের রাঁধুনিকে ধর্ষণের চেষ্টা

বাধা দেওয়ায় ধারালো অস্ত্রের কোপ, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার অত্যন্ত সুরক্ষিত ও অভিজাত আবাসন বলে পরিচিত আনন্দপুরের ‘আরবানা’। কিন্তু রবিবার দুপুরে সেখানেই নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে ঘটে যায় এক অপরাধের ঘটনা। ফ্ল্যাটে একা পেয়ে এক মহিলা রাঁধুনিকে ধর্ষণের চেষ্টা এবং পরবর্তীতে বাধা দেওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে খোদ ওই ফ্ল্যাটের মালিকের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তরুণীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর চাউর হতেই লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোবাইল জিপিএস লোকেশন ও সোর্স মারফত নজরদারি চালিয়ে দুর্গাপুর স্টেশনে পঞ্জাবগামী ট্রেন থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে রবিবার বেলা আনুমানিক ৩টে নাগাদ। নিগৃহীতা মহিলা পেশায় একজন রাঁধুনি, যিনি ওই ফ্ল্যাটে কাজ করতেন। ঘটনার সময় ফ্ল্যাটে অন্য কোনো সদস্য বা পরিজন উপস্থিত ছিলেন না। সেই ফাঁকা ফ্ল্যাটের সুযোগ নিয়েই অভিযুক্ত মালিক নিগৃহীতাকে একা

পেয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। আকস্মিক এই ঘটনায় কেঁপে উঠলেও তরুণী প্রাণপণে বাধা দিতে শুরু করেন। নিজেকে বাঁচাতে নিগৃহীতা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললে অভিযুক্তের কুকীর্তি ব্যর্থ হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত সোজা রান্নাঘরে গিয়ে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে আসে এবং রাঁধুনির ওপর উপর্যুপরি হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম হন তরুণী। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকলেও তিনি প্রাণভয়ে চিৎকার শুরু করেন। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে যেতে পারে বুঝতে পেরে, রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তরুণীকে মেঝেতে ফেলে রেখে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। পরবর্তীতে পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

খবর পেয়েই তদন্তে নামে আনন্দপুর থানা এবং লালবাজারের গুণ্ডা দমন শাখা। শহরের সীমানা পেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে অভিযুক্ত; এই তথ্য উঠে আসতেই লালবাজারের গোয়েন্দারা অভিযুক্তের মোবাইল ফোনের জিপিএস-এ নজরদারি শুরু করেন। দেখা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি কলকাতার পাট চুকিয়ে রাজ্য ছাড়ার পরিকল্পনায় পঞ্জাবগামী একটি ট্রেনে সওয়ার হয়েছে।

তড়িঘড়ি লালবাজারের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয় রেল পুলিশের সঙ্গে। এরপরেই জিআরপি-র সহায়তায় দুর্গাপুর স্টেশনে পঞ্জাবগামী ওই নির্দিষ্ট ট্রেনটিতে ঝটিকা অভিযান চালায় গোয়েন্দা দল। ট্রেন ছাড়ার আগেই কামরা থেকে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। গ্রেপ্তার করার পর অভিযুক্তকে কড়া নিরাপত্তায় কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। লালবাজার সূত্রে জানানো হয়েছে, ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা তা নিশ্চিত হতে অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা হবে। এদিকে শহরের অন্যতম হাই-প্রোফাইল আবাসনে এমন নৃশংস ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

সেপ্টেম্বরে দফায় দফায় ধর্মঘটের ডাক ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের মরশুমের মুখেই দেশজুড়ে চরম ব্যাঙ্কিং সঙ্কটের আশঙ্কা। পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেনটিভ নিয়ে চরম বৈষম্য এবং সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের দাবির মতো একাধিক ইস্যুতে আগামী মাস থেকেই আন্দোলনে নামছেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। ব্যাঙ্কিং সেক্টরের নয়টি প্রভাবশালী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ‘ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন’-এর তরফ থেকে দেশব্যাপী এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। উৎসবের মরশুমে টানা ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের এই হুমকিতে ব্যাপক উদ্বেগে পড়েছেন সাধারণ গ্রাহক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল।

সংগঠনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী মাসে প্রথম দফায় ১১ সেপ্টেম্বর একদিনের জন্য দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট পালিত হবে। এরপরও সরকার বা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দাবি না মানলে, দ্বিতীয় দফায় ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর টানা তিন দিন ব্যাঙ্ক পরিষেবা স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। পরিস্থিতি এর পরেও অপরিবর্তিত থাকলে আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধের পথে হাঁটার চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন’।

সূত্রে খবর, কর্মচারী সংগঠনগুলির প্রধান দাবি হল, বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলিতে মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটির নিয়ম চালু রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের মতো ব্যাঙ্কেও প্রতিটি শনিবার ছুটি ঘোষণা করে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের নিয়ম বা ‘ফাইভ-ডে ওয়ার্কিং’ চালু করতে হবে। এছাড়াও, সরকারের পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেনটিভ বা পিএলআই স্কিমের বর্তমান বৈষম্যমূলক কাঠামো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কর্মচারীদের বক্তব্য, ইনসেনটিভ বণ্টনের ক্ষেত্রে স্কেল ও পদ অনুযায়ী যে বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে, তা অবিলম্বে রদ করে সমস্ত কর্মচারীকে সমানভাবে মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি শূন্যপদে নতুন কর্মী নিয়োগ ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার দাবিও তোলা হয়েছে।

এদিকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ও দীপাবলির মরশুম শুরু হয় এই অক্টোবর মাসেই। বোনাসের টাকা তোলা, উৎসবের কেনাকাটা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী লেনদেনের জন্য এই সময়েই সবথেকে বেশি ব্যাঙ্কিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে।

অক্টোবরের মতো ব্যস্ত সময়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা লাগাতার অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে গেলে শুধু শাখায় পরিষেবাই বিঘ্নিত হবে না, প্রভাব পড়বে এটিএম-এর নগদ জোগানেও। এমনকী চেক ক্লিয়ারেন্স থমকে গিয়ে চরম বিপাকে পড়বেন ব্যবসায়ীরা। তবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ইউপিআই, নেট ব্যাঙ্কিং বা মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল মাধ্যমগুলি চালু থাকলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে চরম টানাপোড়েন তৈরির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

হাইকোর্টের রায়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফিরে পেলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, আগেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে মিলছিল বিদেশ যাত্রার অনুমোদন। তবে শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট হঠাৎ ‘ফ্রিজ’ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক ও আইনি টানাপোড়েন চরম আকার নেয়। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলার পূর্ণাঙ্গ নিষ্পত্তি হল। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পেশ করা রিপোর্টের পর স্পষ্ট জানানো হয়, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুনরায় সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ করা হয়েছে। ফলে চিকিৎসায় বিদেশ যাওয়ার মুখে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা কাটল তাঁর।

অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যের অভিযোগ ছিল, তাঁর মক্কেলকে কোনো প্রকার পূর্ব নোটিস বা আগাম তথ্য না জানিয়েই আচমকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। আচমকা এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়েন সাংসদ। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এমন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। গত শুনানিতেই হাইকোর্টের বিচারক কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছিলেন, দ্রুত গ্রাহকের বাড়িতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তথ্য ও নথি অর্থাৎ কেওয়াইসি যাচাই করে নিতে হবে।

আদালতের সেই কড়া নির্দেশের পর ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা অভিষেকের বাড়ি গিয়ে কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। সোমবার শুনানির শুরুতেই ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আদালতে লিখিত রিপোর্ট পেশ করে বলা হয়, অভিষেকের অ্যাকাউন্টটি চালু করে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন থেকে আগের মতোই ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন চালাতে পারবেন। তবে ব্যাঙ্কের এই ভূমিকায় যারপরনাই অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও পর্যবেক্ষণ, ‘গ্রাহক যিনিই হোন না কেন, এই ধরনের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উচিত আগাম জানানো। কোনো নোটিস ছাড়া এমন পদক্ষেপ করা একেবারেই সঠিক নয়।’ বিচারপতির প্রশ্নের মুখে ব্যাঙ্কের আইনজীবী অবশ্য জানান, হয়রানি করার কোনো উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কের ছিল না। আধার সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখার সময় বিচারাধীন কিছু মামলার প্রসঙ্গ উঠে আসায় নিয়মমাফিক এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং গ্রাহককে এসএমএস-ও পাঠানো হয়েছিল।

অভিষেকের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, অ্যাকাউন্ট চালু হলেও যেভাবে আগাম নোটিস ছাড়া হেনস্তা করা হয়েছে, তার জন্য ব্যাঙ্কের ওপর প্রতীকী জরিমানা করা উচিত। তবে ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই নির্দেশ মেনে অ্যাকাউন্ট চালু করে রিপোর্ট জমা দেওয়ায় হাইকোর্ট মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেয়। হাইকোর্টের এই রায়ের পর বিদেশ যাত্রার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি ও আর্থিক স্বস্তি আরও কয়েক ধাপ নিশ্চিত হল।

নৈহাটির কুলিয়াগড়ে ক্যাফে কাম রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ড, ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নৈহাটি-হাবড়া রোডের ধারে জনবহুল কুলিয়াগড় সুভাষপল্লিতে গজিয়ে ওঠে একটি ক্যাফে কাম রেস্তোরাঁ। সোমবার ভোর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রেস্তোরাঁ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেস্তোরাঁ সংলগ্ন একাধিক বাড়ি। স্থানীয়দের অভিযোগ, জনৈক দেবু বিশ্বাস জনবহুল এলাকায় অবৈধ উপায়ে ক্যাফে কাম রেস্তোরাঁটি গড়ে তোলেন। রেস্তোরাঁ বন্ধের দাবিতে তাঁরা স্থানীয় পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা পাল জানান, ভোর রাতের দিকে ওই ক্যাফে কাম রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে। সেই আগুনে পাশের একাধিক বাড়ি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রথমে এলাকার লোকজন জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্যাফে চিরতরে বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ বলেন, পূর্বতন পঞ্চায়েত বোর্ডের আমলে ওখানে ক্যাফে কাম রেস্তোরাঁ গজিয়ে ওঠে। লোকালয়ে গজিয়ে ওঠা রেস্তোরাঁ নিয়ে পাড়ার লোকজন আপত্তি করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে তাঁরা পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন। সুমিতের সাফ বক্তব্য, রেস্তোরাঁ চালানোর ক্ষেত্রে ফায়ার লাইসেন্স আছে কিনা, সেটা আগে খতিয়ে দেখা উচিত।

কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে পর্যালোচনা বৈঠক পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে সরকারি কর্মসূচি, বৈঠক ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে সোমবার কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা বৈঠক করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার আরটিও অসীম কুমার মণ্ডল, এআরটিও অনির্বাণ বিশ্বাস ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

বৈঠকে জেলার পরিবহণ রাজস্ব আদায় এবং এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে টোটো ও ভ্যানো সংক্রান্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম,

নিয়ম মেনে চলা এবং বেআইনি/অনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

মন্ত্রী পরিবহণ আইন ও বিধি যথাযথভাবে কার্যকর করার পাশাপাশি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর নিয়মিত নজরদারি ও কার্যকর এনফোর্সমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। তিনি মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের আর বিড়ি কারখানা মালিকদের সংগঠনের সাথে আলোচনা করবেন।

মুখে বালিশ চাপা দিয়ে প্রৌঢ়াকে খুনের চেষ্টা, লুঠ নগদ ৭০ হাজার ও সোনার গয়না

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহু বছরের বিশ্বস্ততা, আদর-যত্ন সবই যেন এক ভয়ঙ্কর ছদ্মবেশ! এমন প্রশ্ন উঠে গেল উত্তর কলকাতার অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকা জোড়াবাগানের বহুতলে এক একাকী প্রৌঢ়ার ওপর ঘটে যাওয়া অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনায়। ঘরের পুরনো পরিচারক, যাকে প্রায় পরিবারের সদস্যেরই মতো স্থান দিয়েছিলেন প্রৌঢ়া, সেই সঞ্জয় ঘোষই ওই প্রৌঢ়ার উপর চালায় মারাত্মক হামলা। শনিবার দুপুরে গলায় ধারালো ছুরি ধরে সোনার গয়না ও নগদ ৭০ হাজার টাকা লুঠ করে সে। শুধু লুঠপাটেই ক্ষান্ত হয়নি, প্রৌঢ়া প্রতিরোধ গড়তে গেলে তাঁর গলায় বেল্টের ফাঁস লাগিয়ে এবং মুখে বালিশ চেপে ধরে তাকে নারকীয়ভাবে খুনের চেষ্টাও করে সঞ্জয়। এরপর রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় প্রৌঢ়াকে ফেলে রেখেই চম্পট দেয় অভিযুক্ত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়াবাগানের মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের একটি বহুতল আবাসনের পাঁচতলায় একা থাকতেন ওই প্রৌঢ়া। আর ওই একই বাড়ির একতলায় ডেরা বেঁধেছিল বহু বছর ধরে কাজ করা পরিচারক সঞ্জয় ঘোষ। এতদিন ধরে কাজ করার সুবাদে প্রৌঢ়ার ঘরের চাবি থেকে শুরু করে নগদ টাকা কোথায় থাকে সব তথ্যই ছিল তার নখদর্পণে। এরপর শনিবার দুপুরে অতর্কিতে মদ খেয়ে পাঁচতলায় প্রৌঢ়ার ঘরে ঢোকে সঞ্জয়। অন্যান্য দিনের মতো সামান্য খোঁজখবরের পরই হঠাৎ রূপ বদলায় তার। রান্নাঘর থেকে সোজা ছুরি উঁচিয়ে এসে প্রৌঢ়ার গলায় ধরে। প্রৌঢ়ার চিৎকারের শব যাতে বহুতলের অন্য বাসিন্দাদের কানে না পৌঁছয়, তার জন্য ঘরে থাকা টিভির ভলিউম একধাক্কায় সর্বোচ্চে নিয়ে যায় সঞ্জয়। এরপর প্রাণভয়ে প্রৌঢ়া নিস্তব্ধ হয়ে গেলে তাঁর গলার সোনার হার ও কানের দুল খুলে নেয় দুষ্কৃতী। এরপর আঁচল থেকে চাবির গোছা ছিনিয়ে নিয়ে আলমারি খুলে এক ঝটকায় লুঠ করে নেয় নগদ ৭০ হাজার টাকা। টাকা-গয়না গুছিয়ে সঞ্জয় যখন চম্পট দেওয়ার তোড়জোড় করছে, ঠিক তখনই জীবন বাজি রেখে পুনরায় চেঁচিয়ে ওঠেন আক্রান্ত ওই একাকী প্রৌঢ়া। আর এই প্রতিবাদ করতেই আর বিলম্ব করেনি অপরাধী। নিজের কোমর থেকে চামড়ার বেল্ট খুলে বৃদ্ধার গলায় পেঁচিয়ে ধরে। বৃদ্ধা ছটফট করতে থাকলে তাঁর মুখের উপর ভারী বালিশ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করে সঞ্জয়। প্রৌঢ়া নিস্তেজ হয়ে মেঝেই লুটিয়ে পড়লে তাকে ‘মৃত’ ভেবে বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দিয়ে চম্পট দেয় ঘাতক পরিচারক। প্রতিবেশীরা বহু বছরের চেনা সঞ্জয়কে বেরিয়ে যেতে দেখলেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি।

কয়েক ঘণ্টা পর অচৈতন্য অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখানে জীবন-মৃত্যুর চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশের কাছে নিজের বয়ান নথিভুক্ত করেন তিনি। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতি ও খুনের চেষ্টার ঘটনায় জোড়াবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকা ছেড়ে সঞ্জয় কোথায় গা ঢাকা দিল, তা জানতে আশেপাশের সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা।

হেরিটেজের পর এবার মিত্র ইনস্টিটিউশনে সাপের কামড় প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হেরিটেজের পর সাপ আতঙ্ক মিত্র ইনস্টিটিউশনে। এবার শহরের বুক আগলে থাকা শতবর্ষ প্রাচীন মিত্র ইনস্টিটিউশনে সাপের কামড়। ভরা স্কুল চলাকালীন প্রথম শ্রেণির এক খুদে পড়ুয়াকে সাপে কামড়ানোর ঘটনায় চরম চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়ালো গোটা চত্বরে। জখম ছাত্রের নাম দৃপ্ত পাল। জানা গিয়েছে, ভবানীপুর এলাকার এই স্বনামধন্য স্কুলের বাথরুমে যাওয়ার পথেই আচমকা তার বাঁ হাতে ছোবল মারে একটি সাপ। স্কুল সূত্রে খবর, টালিগঞ্জের বাসিন্দা ওই খুদে ছাত্রটি আর পাঁচটা দিনের মতোই ক্লাস করছিল। হঠাৎ বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে সে ক্লাসরুমের বাইরে যায়। তখনই সাপটি তার হাতে কামড়ে দেয়। ভয়ার্ত দৃপ্ত কান্নাকাটি শুরু করলে তার এক সহপাঠী ছুটে এসে বিষয়টি শিক্ষকদের জানায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ছাত্রটিকে উদ্ধার করে সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে পেডিয়াট্রিক ইমার্জেন্সিতে চিকিৎসাধীন রয়েছে খুদে দৃপ্ত। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। তবে ঠিক কোন বিষাক্ত সাপে কামড়েছে, তা সুনিশ্চিত করতে একগুচ্ছ শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে। এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই স্কুলের বাইরে জমা হতে দেখা যায় আতঙ্কিত অভিভাবকদের ভিড়। একের পর এক অভিভাবক সন্তানকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গেটের সামনে কান্না ও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ও উদাসীনতার জেরেই আজকে একটা খুদে বাচ্চার জীবন সংকটে পড়ল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে ন্যূনতম নজর দেওয়া হয় না।’

ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত সেখানে পৌঁছয় ভবানীপুর থানার পুলিশ বাহিনী এবং বনদপ্তরের বিশেষ দল। উপস্থিত হন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজা দে-ও। তিনি জানান, ঘটনার পরেই পুরসভা ও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জরুরি ভিত্তিতে তলব করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

সঙ্কট বাড়ছে শরিফের, ফের কি নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে পাকিস্তানে

ফের কি নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে পাকিস্তানে? আরও বড় রাজনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে বর্তমান শাহবাজ শরিফ সরকারের সাম্প্রতিকতম কাজকর্ম এমনই আশঙ্কা করছে, বলেই মনে করছে দেশের রাজনৈতিক মহল। একদিকে দেশের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের চিকিৎসা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে শরিফ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক পাকিস্তান পিপলস পার্টির সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে সরকারের। এই সুযোগে সরকার বিরোধী দলগুলি চাপ বাড়িয়ে নিজেদের যৌথ মঞ্চ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সরকারের উপর চাপ কিন্তু বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই তিনটি সংকট একই সঙ্গে তীব্র হলে পাকিস্তানের সংসদীয় সমীকরণ যে কোনও মুহূর্তে বদলে যেতে পারে। এমনকি পরিস্থিতি অনাস্থা প্রস্তাবের দিকেও গড়াতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে এখনই সরকার পড়ে যাবে এরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই সঙ্গে শাহবাজ শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। তবে বিরোধী দলগুলির জোট বাধার উদ্যোগ এবং শাসক জোট পিএমএলএনের সঙ্গে শরিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি বা পিপিপি-র সংঘাত সেই সম্ভাবনায় ধোঁয়া দিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত, পিপিপি সরাসরি বিরোধী শিবিরের পাশে দাঁড়ালে সংসদের অঙ্ক দ্রুত বদলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিরোধীরা শাহবাজ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার কথা ভাবার সুযোগ পাবে। তাই আসন্ন বিরোধী বৈঠকের পাশাপাশি বিলাওয়াল ভুট্টোর পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেও নজর থাকবে পাক রাজনীতির কারবারিদের। ইমরান খানের চিকিৎসা নিয়ে আদালত অবমাননার আশঙ্কা, শরিক বিদ্রোহ এবং বিরোধীদের ঐক্য, এই ত্রিমুখী চাপ সামলে শাহবাজ শরিফ আর কতদিন সরকারকে স্থিতিশীল রাখতে পারেন, সেটাই এখন পাক রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

শব্দছক ২৫১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. অপযশ ৪. প্রত্যুত্তর ৬. পুরুষ মানুষ ৭. কৃত্রিম ৯. মানুষের অধিকার ১১. লম্বা উঁচু গলাওয়ালা প্রাণী ১৪. ষাঁড় ১৬. অযৌক্তিক কথাবার্তা ১৯. মলয় পাহাড় থেকে ভেসে আসা বাতাস ২০. কথা ২১. তার্পিন তেলের গাদ ২২. টক ও কষাটে স্বাদের আমড়া জাতীয় সবজি

ওপর-নিচ: ১. শোভন বনাঞ্চল ২. দাম ৩. চিন্তন ৪. সমুদ্র ৫. বৎসর ৮. কিৎকিৎ খেলা ৯. মার্জনা ১০. ভিখারি ১২. আবদার ১৩. মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ১৪. পুস্তক ১৫. ফল বা আনাজের কাঁচা পাকার মধ্যবর্তী খারাপ অবস্থা ১৬. চোদ্দ মাত্রার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল ১৭. সঙ্গীতের এক রাগিনী ১৮. নায়িকার বিপরীত চরিত্র ২০. দক্ষিণের উল্টো দিক

সমাধান ২৫০ — পাশাপাশি: ১. নগদ ৩. আমাজন ৫. রজক ৬. বাবা ৭. রমজান ৯. নরক ১০. বাহানা ১২. হালচাল ১৪. হারা ১৫. লংকা ১৭. তেলেঙ্গানা ১৮. রসুন

ওপর-নিচ: ১. নব ২. দরবার ৩. আকর ৪. নয়ন ৬. বানচাল ৮. জাহানারা ১১. হাহাকার ১২. হাভাতে ১৩. ললনা ১৬. মন

আজকের দিন

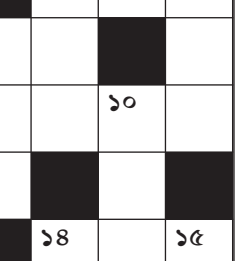

■ **১৯৪৪** — প্যারিস নাৎসি জার্মানির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয় ।

■ **১৯৯১** — মাইকেল শুমাখার প্রথম ফর্মুলা ওয়ান রেসে অংশ নেন।

■ **২০১২** — নাসার মহাকাশযান ভয়েজার ১ আনুষ্ঠানিকভাবে হেলিওস্ফিয়ারের সীমানা অতিক্রম করে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে প্রবেশ করে।

জন্মদিন

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয়কান্তের জন্মদিন।*

১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজীব কাপুরের জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিজয়েতা পন্ডিতের জন্মদিন।*

বিজয়েতা পন্ডিত

২৫ বছরের মোদী-যাত্রার মহোৎসব

দীর্ঘ প্রশাসনিক যাত্রাকে সম্মান জানাবে বিজেপি

কণাদ দাশগুপ্ত

একটি রাজনৈতিক জীবনের পঁচিশ বছর। শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় সময়ের হিসাব নয়;একটি দেশের প্রশাসনিক মানচিত্রে এক দীর্ঘ অধ্যায়ের নাম। ২০০১ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে যাত্রার শুরু, তার পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি নরেন্দ্র মোদীকে। রাজ্যের প্রশাসনিক কক্ষ থেকে দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দ;পঁচিশ বছর ধরে দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা, এবং একই সঙ্গে প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে থাকা, নিঃসন্দেহে ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অসামান্য রাজনৈতিক কৃতিত্ব।

সেই পঁচিশ বছরের প্রশাসনিক সাফল্যকেই এবার জনমানসে নতুন করে পৌঁছে দিতে চাইছে বিজেপি। সেপ্টেম্বর- অক্টোবর জুড়ে দেশ জুড়ে 'সেবা সঙ্কল্প অভিযান'-এর ডাক তারই প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাস ধরে চলবে নানা কর্মসূচি। দলের বক্তব্য স্পষ্ট;এই আয়োজন কোনও ব্যক্তিপূজার উৎসব নয়, বরং এক জন প্রশাসকের দীর্ঘ কর্মজীবনের মূল্যায়ন; তাঁর সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত, বাস্তবায়িত প্রকল্প এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাবকে সামনে আনা।

রাজনীতিতে পঁচিশ বছর ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা কঠিন। কিন্তু একই ব্যক্তি যদি একটানা পঁচিশ বছর প্রশাসনের শীর্ষে থাকেন, তা আরও বিরল। মোদীর ক্ষেত্রে সেই বিরলতাই তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের অন্যতম শক্তি। গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘ প্রশাসনিক পর্ব তাঁকে রাজ্য পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েছে। ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সেই অভিজ্ঞতার পরিসর ছড়িয়েছে গোটা দেশে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি, পরিকাঠামো, ডিজিটাল পরিষেবা, সামাজিক কল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান;বহু ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের দাবি করেছে বিজেপি।

মোদীর প্রশাসনিক দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে একটি শব্দ; 'সেবা'। সরকারের প্রকল্পকে কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে ধারণা, তা তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে বারবার ফিরে এসেছে। জনধন থেকে উজ্জ্বলা, স্বচ্ছ ভারত থেকে আবাসন, আয়ুষ্মান ভারত থেকে ডিজিটাল পরিষেবা;বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ককে আরও সরাসরি করার চেষ্টা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলির সাফল্য বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু প্রশাসনিক পরিসরে মোদী যে 'ডেলিভারি'-কে রাজনৈতিক সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আর এখানেই 'সেবা সঙ্কল্প'-এর তাৎপর্য। প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে তাঁর কাজ করার ক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করার অভ্যাস। বিজেপি সেই ব্র্যান্ডকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে। দশ সদস্যের কমিটি গড়ে তার নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের হাতে। সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাউড়ে। কমিটিতে রয়েছেন স্মৃতি ইরানি, সতীশ পুনিয়ার মতো অভিজ্ঞ নেতারাও।

'সেবা মে মেরা যোগদান' কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে সামনে আনা হবে। পাশাপাশি 'সেবা সেতু' অভিযানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যাঁরা এখনও বাদ পড়েছেন, তাঁদের কাছে পৌঁছনোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। অর্থাৎ মোদীর পঁচিশ বছরের প্রশাসনিক পর্বকে শুধু বক্তৃতার বিষয় না করে বাস্তব পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

এই কর্মসূচির রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। জেন জি-র সাম্প্রতিক আন্দোলন নিয়ে বিরোধীরা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন তুলেছে। কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষের কথাও সামনে এসেছে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সরকারের দায়িত্ব নিজের কাজের হিসাব মানুষের সামনে তুলে ধরা। 'সেবা সঙ্কল্প' সেই অর্থে আত্মপক্ষসমর্থনের চেয়ে অনেক বেশি;এটি একটি প্রশাসনিক রিপোর্ট কার্ডকে জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক প্রয়াস।

মোদীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য সম্ভবত এখানেই;তিনি প্রশাসনকে কেবল আমলাতান্ত্রিক কাঠামো হিসাবে দেখেননি; তাকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তুলেছেন। তাঁর শাসনশৈলীতে সিদ্ধান্তের গতি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় প্রকল্পকে বৃহৎ জনআন্দোলনের আকার দেওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট। 'স্বচ্ছ ভারত' থেকে ডিজিটাল পেমেন্ট, পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে জনকল্যাণ প্রকল্প;সরকারি নীতিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার এই ক্ষমতাই তাঁকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে আলাদা জায়গা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গত এক দশকে ভারতের উপস্থিতি যে আগের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়েছে, তা নিয়ে দ্বিমত থাকা কঠিন। ভারতের কণ্ঠস্বরকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন শক্তিধর দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস মোদী সরকারের অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমর্থকেরা মনে করেন, এই কূটনৈতিক সক্রিয়তা এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসের নতুন ভাষা ভারতের ভাবমূর্তিকে বদলে দিয়েছে।

তাই ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই এক মাসের কর্মসূচিকে শুধু জন্মদিনের আয়োজন হিসাবে দেখলে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ছোট করে দেখা হবে। এটি একই সঙ্গে একটি দীর্ঘ প্রশাসনিক অধ্যায়ের পুনর্পাঠ। ২০০১-এর গুজরাত থেকে ২০২৬-এর ভারত;এক জন প্রশাসকের পঁচিশ বছরের যাত্রাপথের নানা মাইলফলককে সামনে এনে বিজেপি বলতে চাইছে, মোদীর রাজনীতি কেবল নির্বাচনের অঙ্ক নয়; তার কেন্দ্রে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নির্দিষ্ট দর্শন।

নতুন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের সামনে তাই দায়িত্বও বড়। তাঁকে শুধু অতীতের সাফল্যের গল্প শোনালেই চলবে না, সেই সাফল্যকে মানুষের জীবনের গল্পে পরিণত করতে হবে। যে কৃষক কোনও প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, যে মহিলা সরকারি সহায়তায় নিজের ঘর পেয়েছেন, যে তরুণ ডিজিটাল ভারতের সুবিধা ব্যবহার করছেন, যে পরিবার স্বাস্থ্যসুরক্ষার আওতায় এসেছে;তাঁদের অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠতে পারে এই প্রচারের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা।

পঁচিশ বছর প্রশাসনের শীর্ষে থাকা কোনও নেতার জন্য শুধু গৌরবের বিষয় নয়, এ এক বিরাট রাজনৈতিক দায়ও। কারণ সময় যত দীর্ঘ হয়, প্রত্যাশাও তত বাড়ে। মোদীর ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাশার ভার আরও বেশি;কারণ তিনি নিজেই ভারতীয় রাজনীতিতে 'বড় পরিবর্তন'-এর প্রতিশ্রুতিকে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন।

'সেবা সঙ্কল্প' তাই সেই পঁচিশ বছরেরই এক ধরনের জনসম্মুখে পুনরাবৃত্তি;কী ছিল লক্ষ্য, কী হয়েছে, কত দূর পৌঁছনো গিয়েছে, আর কোথায় এখনও কাজ বাকি। বিরোধীরা চাইলে একে ভাবমূর্তি নির্মাণের অভিযান বলতে পারেন। কিন্তু বিজেপির কাছে এর অর্থ আরও সরল;এক জন প্রশাসক হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর পঁচিশ বছরের পথচলাকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা এবং তাঁর দীর্ঘ কর্মযজ্ঞকে সম্মান জানানো।

রাজনীতির মঞ্চে অনেক নেতা আসেন, অনেকেই চলে যান। কিন্তু একই ব্যক্তি যখন এক চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে থেকে নিজের রাজনৈতিক উপস্থিতিকে বারবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তখন সেই অধ্যায় নিছক রাজনৈতিক জীবনী হয়ে থাকে না;তা হয়ে ওঠে একটি সময়ের দলিল।

সেপ্টেম্বরের আকাশে তাই যে উৎসবের প্রস্তুতি, তার কেন্দ্রে শুধু একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন নয়, আছে পঁচিশ বছরের এক প্রশাসনিক যাত্রার স্মরণ। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি থেকে দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর দফতর;একটি দীর্ঘ পথের শেষে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবার দেশকে বলতে চাইছে, এই পঁচিশ বছর কেবল ক্ষমতায় থাকার ইতিহাস নয়; এটি সেবাকে প্রশাসনের রাজনৈতিক ভাষায় পরিণত করার এক দীর্ঘ অধ্যায়।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে, সরকারকে আবারও নতুন করে শুরু করতে হবে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ, এই সরকারকে আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে। কারণ আগের সরকার যা করেছে, যেমন ভাবে করেছে, যে পদ্ধতিতে করেছে তার সঙ্গে বাস্তবতার কোন মিল নেই। নেই সত্যতার ও কোনো মিল। সেখানে সবটাই ছিল দুর্নীতি। কি রাজনীতি, কি শিক্ষাক্ষেত্র, কি খেলাধুলা, কি শিল্প-সংস্কৃতি-- সবকিছুতেই বিপুল দুর্নীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে গিয়েছিল আগের সরকার মানে তৃণমূল সরকার। আমরা নতুন সরকার আসার পর থেকে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে সেই দুর্নীতির সাম্রাজ্য ছোট বড় নেতার মধ্যেও বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। অতি বড় তৃণ ভক্তও এটা মানতে পারছেন না এত দুর্নীতি,এত দুর্নীতির ঘনঘাটাকে! খুব কষ্ট হচ্ছে এই দুর্নীতির সাগরে আমরা বেড়ে উঠছিলাম - এটা ভাবতে। এই বাতাবরণে গড়ে উঠছিলাম, বিস্তার লাভ করেছিলাম। আমরা জন জাগরণের কথা বলছিলাম। আমাদের ভালো থাকা, ভালো লাগা, ভালবাসার কথা বলছিলাম। কোন একজন রানী হয়তো সঠিক কথাই সঠিকভাবে বলতে শিখিয়েছিলেন। সঠিক বিচক্ষণতা ও করেছিলেন। সঠিকভাবে মানুষকে দেখতে বা দেখাতে সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু তার আশেপাশের সমস্ত মানুষগুলো তার সঙ্গে কেমন ভাবে প্রতারণা করেছে তা স্বপ্নেরও বাইরে। না, না, এতে কোন দোষের দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমান ধর্মই করেছেন। সবটা সুপ্রিমো অনেক সময়ে নাও দেখতে পারেন। তার আড়ালেও থাকতে পারে অনেক কিছু। কিন্তু তার আড়ালে যে এত ঘুঘুর বাসা সেটা যে তিনি মোটেই ই টের পাননি-- তা তো বলা যাবে না!

হয়তো তিনি টের পেয়েছিলেন। হয়তো কিছুটা পেয়েছিলেন। পুরোটা পেয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু কিছু তো আঁচ পেয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল কিছুটা আঁচ যদি পেয়ে থাকেন তবে তিনি কেন সঠিক চিকিৎসা করেননি? তিনি তো দীর্ঘদিন ধরে একাই তৃণমূল দলটাকে নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন। তবে কেন তিনি পারলেন না? তবে কেন তিনি রাজ্য শাসন ছেড়ে দিলেন! তবে কেন তিনি সব জেনে বুঝে তাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করলেন যারা পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ? আজ আমরা দেখতে পাই সেই দুর্নীতির সীমানা কিভাবে স্তরে স্তরে সেজে একটা বৃহৎ ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ মানে দুর্নীতি। পশ্চিমবঙ্গ মানে দুর্নীতির সমুদ্র। আজকে বাইরে কোথাও গেলে এই কথাটাই শুনতে হয় -- পশ্চিমবঙ্গ মানে করাপশন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই যে বিপুল দুর্নীতিগ্রস্ত পরিস্থিতি। এর জন্য দায়ী কারা? চাল, কাঁকর কেন আলাদা করা গেল না? কেন ভালো,মেধাবী ছাত্ররা দীর্ঘকাল রাস্তায় বসে আন্দোলন করবে? কেন তাদের ১০-১২ বছর চাকরি করেও একসময় জানতে পারবে যে সিস্টেমের অভাবে তারা চাকরি হারা? এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। এটা তো কোন সভ্য দেশের, সভ্য সমাজের কথা নয়। আমি শিক্ষিত, আবি রুচিশীল, আবার যোগ্যতা আছে,আমি আমার ছোটবেলার স্বপ্নকে জিয়েতে রেখে চাকরির উজ্জ্বল আসর পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছি বলেও পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছি। আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছি। তবে কেন একটা সিস্টেমের জন্য আমি চাকরি হারা? এই রকম হাজারো হাজারো ছাত্রছাত্রীর চাকরি হারাবে বলে এই প্রশ্ন আসবে না? কত কিছু জড়িয়ে বলুন তো। সেই সবকিছুর পেছনে এটা তো কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

বর্তমান সরকার নির্ভিক সততার চেষ্টা করছে। আমরা জানি আগের সরকারের কোথায় কি ভুল ছিল। আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে কোনটা সত্যি কোনটায় কত বেনো জল ঢুকে আছে! তার মেরামত করতে হবে। তার সংশোধনের মাধ্যমে নতুন করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তবু এই বিজেপি সরকারের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা কেউ এই দুর্নীতির সাগর থেকে বের হতেই পারছি না। আমরা ভুলে গেছি কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক। আমরা ভুলে গেছি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। আমরা ভুলে গেছি আমাদের মেরুদন্ড সোজা করে কাজ করার অঙ্গীকার। হ্যাঁ, অনেক আগেই ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভুলে ভরা। ঠিকই বলতেন কমিউনিস্ট পার্টিরা মানুষেরা - যেদিন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকবে না সেদিন তাদের সংগঠনে লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই একই অবস্থা। দল ভেঙেছে, বহুলাংশে ভোটে জেতা ক্যান্ডিডেট আবার একটি নতুন দলের সমর্থন করছে। একাধিক দল করার পারমিশন ও তারা পেয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে জোর চর্চা --কে ভালো তৃণমূল কে খারাপ তৃণমূল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার--- আমরা দেখেছি যারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন, তারা কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে কাল -বিলম্ব না করে সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা এতকালের ভোগ করে পলকের মধ্যে ভোল বদলালেন। মানে এটা শিখিয়ে দিল জনগণ কত তুচ্ছ! তারা ভোট, তার রায় কত তুচ্ছ! কত সহজে তার রাজনীতির রং চেঞ্জ করা সম্ভব হলো। এই তো হল রাজনীতি! প্রশ্ন এসেছে সহজে কেন ভালো ছেলে মেয়েরা রাজনীতিতে আসছে না! একটা সময় আসতো। না,এখন আর আসে না। তার কারণ রাজনীতির সঙ্গে দুর্নীতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। দুর্নীতি যদি না করতে পারে তবে রাজনীতির সার্থকতা নেই এই কনসেপ্ট থেকে কি বের হতে পারছে না। আমাদের বর্তমান সরকার অন্তত এটা তো দেখাচ্ছে যে দুর্নীতির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। রাজনীতির সঙ্গে আদর্শের সম্পর্ক আছে। আদর্শ গত জায়গায় শ্যামা প্রসাদের ভাবধারায় গঠিত বিজেপি মানুষের হৃদয় জয় করছে। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে ভয় -সন্ত্রাসের পরিবেশের যে সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়েছে। অনেকেই বলছেন এই সরকার গরিবের সরকার নয়। এই সরকার বড়লোকের সরকার। এই সরকার পুঁজিবাদের সরকার। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে এই সরকার ভালোর পক্ষে। আদর্শের পক্ষে। নীতির পক্ষে। ন্যায়ের পক্ষে। সততার পক্ষে। আদর্শগত মর্যাদার পক্ষে। এক কথায় সত্যের পক্ষে।

দুর্নীতির কথা থেকে সরে যদি সততা ,নিষ্ঠার পথে এগোনো যায় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই সরকার সেই সমস্তই কাজ করছে যাতে জনগণের পক্ষে যায়। তাদের ভাল হয়। হয়তো এখানে প্রথমেই সরকারের ত্রুটির দিকে হিসেবে অন্যপূর্ণা যোজনার কথা বলা হবে। সরকার প্রথমে জানিয়েছিল যারা যারা লক্ষীর ভান্ডার এতদিন পেয়ে এসেছেন তারা তারা অন্যপূর্না যোজনার যোগ্য হিসাবে ধরা হবে। বলেছিলো কোন সামাজিক প্রকল্প বাদ দেওয়া হবে না। কিন্তু কার্যকরী করতে গিয়ে দেখা গেল বিষয়টি অনেক গোলমেলে। দেখা গেল লক্ষী ভান্ডারে ছেলে ঢুকে বসে আছে। অনেক অযোগ্য প্রার্থীরা ওই ভান্ডারের আওতায় আছে। অনেকের মোবাইল নাম্বারে সেই ব্যক্তি টাকা পাচ্ছে না। কারণ তার মোবাইল নাম্বার অন্যজনের দেওয়া। এরকম হাজারো অদ্ভুতুড়ে ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সরকারের কিছু মত বদলাতে হলো। এই বিষয়টি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হল। সুতরাং সরকারি কিছু নীতির পরিবর্তন করতে হল। তাই বহু মানুষের আন্দোলন এখন অন্নপূর্ণা যোজনা কে কেন্দ্র করে। বহু মানুষের একাউন্টে এখনো টাকা ঢোকেনি। নানা বিভ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে--- ফেসবুক,টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এর মত নানান সামাজ মাধ্যমে। এরপর ফুটপাত কে পরিষ্কার রাখবার জন্য কিছু অবৈধ দোকান, ফুটপাতের গড়ে ওঠা বিভিন্ন রকম অবৈধ নির্বাণ সরকার কঠোরতা দমন করছে। এটা আমরা সহজেই দেখতে পাচ্ছি --যে শহর পরিষ্কার, ঝকঝকে থাকার পরিকল্পনায় কিভাবে সরকার পথে নেমেছে। এটুকু প্রয়োজন-ই ছিল। হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেছেন সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু হকার উচ্ছেদ করা হয়নি। প্রয়োজন যেখানে কেবলমাত্র সেখানেই হকারকে তুলে দেয়া হয়েছে। মূলত এই দুটি ক্ষেত্রেই সরকারের বিফলতা দেখতে পাচ্ছে নিন্দুকেরা। 'এর বাইরে জগত আছে ....' সেই বিখ্যাত লাইন ধরে চলুন তবে এবার একটু সরকারের গুণগত কাজের দিকে পায়চারি করে আসি।

আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে নতুন সরকারের বাজেট হয়ে গেছে। এই বাজেটে সরকারি কর্মীসহ সরকারি সহযোগী কর্মী যারা আছেন তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সুবিধা যুগিয়েছেন বর্তমান সরকার। বিভিন্ন সময়ে কিভাবে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সেটাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকার ইতিমধ্যে পি .এম শ্রী প্রকল্পের অর্থের উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ৫০ হাজার নিয়োগে উদ্যোগী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পার্শ্ব শিক্ষকদের পাঁচ হাজার টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধি করেছে। এই সরকারের আমলেই গড়ে উঠবে সংগ্রহশালা। জিরাটে শ্যামা প্রসাদের ভিটাকে কিনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশ্ন ফাঁস লোকসভায় পাশ হয়েছে ধ্বনি ভোটে। রাজ্যের সপ্তম বেতন কমিশনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ১২ জেলায় খারিজি মাদ্রাসা পরিদর্শন করে তার রিপোর্ট জমা পড়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। সুন্দরবনকে' গ্লোবাল ডেস্টিনেশন' গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উপর জোর দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে 'জনতার দরবার' আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে চলছে অভাব অভিযোগ শোনার এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ। সল্টলেকের একটি সেক্টরে নিয়মিত বসছেন দরদী মুখ্যমন্ত্রী। শুনছেন এবং কাজও হচ্ছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে দিই 'টেম্পোরারি হোম গার্ড' পুলিশ প্রায় দু'মাস তাদের চাকরি ছিল না, তারা বরখাস্ত ছিল। এই সরকারের উদ্যোগে আবারো তারা টেম্পোরারি হোম গার্ড এর পদে চাকরিতে ফিরল। যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বহাল থাকবে। আপনারা জানেন এই সরকার ক্ষমতায় এসেই মহিলাদের বাসে যাতায়াত সম্পূর্ণ ফ্রি করেছিল। অভয়ার ফাইল খুলেছিল। চলছে বায়োমেট্রিকের বদলে সরকারি কর্মীদের মোবাইলে হাজিরা। জিও- ফেন্সিং প্রযুক্তি চালুর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। সুতরাং কাজ যে হচ্ছে না একথা অতি বড় সরকার বিরোধি নিন্দুকেরাও বলতে পারবে না। সুস্থ সমাজ গড়তে এর থেকে কি আর বেশি কিছু লাগে? সমর্থন থাকলে জানাবেন। সময় লাগবে,ভরসা পাওয়া যাচ্ছে। অন্তত আভাস তো তাই বলছে।এবার সত্য বা ভালোর নাগাল পাওয়ার অপেক্ষায়। কি মানবেন তো?

কোট-আনকোট

যাদবপুরের প্রতীক ভাঙার ঘটনা এবং ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকা দেশবিরোধী পোস্টারের বিষয়ে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। প্রয়োজনে এনআইএ দিয়ে তদন্ত করা হোক।

নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক, এবিভিপি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধান শিক্ষককে স্কুল থেকে টেনে বের করে ডিম ও গোবর-থেরাপি বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মিড ডে মিলে বেনিয়ম, টাকা আত্মসাত সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে বিদ্যালয়ের গেটের বাইরে প্রধান শিক্ষককে ডিম, মাথায় গোবর মাখানোর অভিযোগ উঠেছে। এই ডিম ও গোবর থেরাপির ঘটনা ঘটেছে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন বাকি সেন্দড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে মিড ডে মিল ও বিদ্যালয় উন্নয়ন তহবিলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বাঁকুড়ার বাকি সেন্দড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। স্কুলের বাইরে তাকে ডিম ছোড়ার পাশাপাশি মাথায় গোবর মাখিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রথমে প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় চত্বর থেকে বের করে গেটের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ডিম ও গোবর থেরাপি করেন স্থানীয়রা। প্রধান শিক্ষকের মাথাতেও মাখানো হয় গোবর ও ডিম। বাঁকুড়ার বাকি সেন্দড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সাধন পালের বিরুদ্ধে স্কুলের মিড ডে মিলের টাকা তছরুপ ও স্কুল উন্নয়ন তহবিলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আগেই উঠেছিল। গ্রামবাসীরা বহুবার সেই অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভও দেখান।এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। তদন্তের মাঝে সোমবার প্রধান শিক্ষক সাধনচন্দ্র পাল বিদ্যালয়ে পৌঁছালে স্থানীয় একদল উত্তেজিত মানুষ প্রধান শিক্ষককে টেনে বিদ্যালয়ের বাইরে বের করে আনে। বৃষ্টির মধ্যেই তাকে বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের বাইরে চেয়ারে বসিয়ে রেখে দীর্ঘক্ষণ ধরে চোর চোর স্লোগান দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষককে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ডিম। তার মাথায় ডিম ফাটিয়ে ও গোবর মাখিয়ে দেন উত্তেজিত জনতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই বিক্ষোভ ও ডিম থেরাপির খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে যায় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি বিদ্যালয়ের যে পরিমাণ টাকা প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করেছেন সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে প্রধান শিক্ষককে। অন্যদিকে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন যে তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারপরেও কিছু মানুষ তার কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের জন্য মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ দিন ধরে। সোমবার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের দাবি মত টাকা না দেওয়ায় তারা এঘটনা ঘটিয়েছে। প্রধান শিক্ষক বলেন, তার দাবি পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেক। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত রবিবার বাঁকুড়ায় শিক্ষক সংগঠনের মিটিং-এ নীলাদ্রিশেখর দানা বলেন, 'বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করছি। সেখানে অনেক কিছুই চোখে পড়ছে। বাস্তবে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী মিড ডে মিল খাচ্ছে। অথচ নথিতে তার চেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী দেখানো হচ্ছে।' নীলাদ্রিবাবুর এই মন্তব্যে শিক্ষক মহল ও সাধারণ জেলাবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছিল। কাকতালীয়ভাবে পরের দিনেই এই ঘটনা ঘটল জেলায়।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারতে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের চিকিৎসায় যুক্ত হলো এক নতুন ইতিহাস। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের অধীনে এই প্রথম বার সফলভাবে সম্পন্ন হলো এক মহিলার অস্ত্রোপচার। এর পাশাপাশি আয়ুষ্মান কার্ডধারীদের আরও সহজ ও উন্নত পরিষেবা দিতে হাসপাতালে তৈরি হতে চলেছে একটি পৃথক বিশেষ ওয়ার্ড। কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন এলাকার বাসিন্দারা।

সম্প্রতি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বালুরঘাটের বাসিন্দা নুরজাহান বিবি জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন, তাঁর কাঁধের নিচের অংশ মারাত্মকভাবে ভেঙে গিয়েছে এবং দ্রুত অস্ত্রোপচার করে সেখানে প্লেট বসানো প্রয়োজন। আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড়ের ব্যবস্থা করে। এরপর চিকিৎসকদের তৎপরতায় সফলভাবে এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। এত দিন পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও জরুরি সরঞ্জামের অভাবে অনেক জটিল রোগীকে কলকাতার মতো দূরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হতো। কিন্তু এই সফল অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবার থেকে জেলা হাসপাতালেই আরও জটিল চিকিৎসা সম্ভব হবে। আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা পেতে রোগীদের যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয়, তার জন্য হাসপাতালেই চালু করা হয়েছে পৃথক রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার।

ভবিষ্যতে এই পরিষেবাকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে বিশেষ 'আয়ুষ্মান ওয়ার্ড'। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে প্রসূতি, অস্থি ও চক্ষু এই তিন বিভাগের রোগীদের ভর্তি করে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশা, এই পদক্ষেপের ফলে বালুরঘাট ও সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষকে আর চিকিৎসার জন্য দূরে ছুটতে হবে না, নিজের পাড়াতেই মিলবে বিশ্বমানের চিকিৎসা সুবিধা।

দেগ্রামে অন্নপূর্ণার ধন্যবাদজ্ঞাপনে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামের নাম দেগ্রাম। হাওড়া আমতা বিধানসভার বাকসাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথ। রূপনারায়ণ নদের বুক থেকে মাছ ধরে তা স্থানীয় মানকুর, দেরেলগ্রাম বাজারে বিক্রি করেই ওদের জীবন চলে। বিকেলে ও অনেকে নদীর বুক থেকে মাছ ধরে। তারপর সেগুলি বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। পরিবারের মহিলারা অধিকাংশ এই মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত। পরিবার প্রতি রোজগার পাঁচ-ছয়শো টাকা। সন্তানদের পড়াশোনা, অসুখ তো আছেই। এই আর্থিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই অভাব নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এখন অধিকাংশ মহিলার হাতে অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনার তিন হাজার টাকা আসছে। অন্তত ছেলেমেয়ের লেখা পড়ার খরচ যোগানোর জন্য আর কারো কাছে হাত পাততে হবে না। তাই খুশির হাওয়া গ্রামের ঘরে ঘরে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ছোট একটা মিছিল চায় তারা। সবাই মিলে দলবেঁধে একদিন হাজির হয়েছিল আমতা বিধানসভার ৫ নং মন্ডল সভাপতি অতস বেরার কাছে। তারই প্রতিফলন ঘটলো সোমবার। সোমবার বিকেলে দেগ্রামে আনন্দে ধন্যবাদ সূচক মিছিল করলো তারা। উপস্থিত থাকলেন আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত।

সারের কালোবাজারি রুখতে বাজার পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভরা চাষের মরশুমে সমস্যায় চাষিরা। কারণ বাজারে সারের দাম অনেক। সারের বস্তার গায়ে লেখা নির্ধারিত দামের থেকে অনেক বেশী দামে বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। ফলে চাষিদের মধ্যে অসন্তোষ জমাট বাঁধছিল। এই খবর কয়েকদিন ধরেই জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদারের কাছে যাচ্ছিল। সোমবার তিনি জামালপুরের জারুলি, কালারাঘাট, আরাসূল অঞ্চলে বিডিও পার্থ সারথী দে, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক [illegible], কৃষি আধিকারিক বিপাশা দাসকে নিয়ে সারের দোকান গুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধানদের পাল। বিধায়ক অরুন হালদার বলেন, 'কোনও মতেই চাষিদের অসুবিধায় ফেলে সারের দাম বেশী নেওয়া যাবে না। সরকার কৃষকদের কাছে দায়বদ্ধ তাই কোনোভাবেই এই বেশী দাম নেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। পরিবর্তনের সরকারের আমলে কাউকেই আর আগের মত কাটমানি দিতে হবে না।' তাই কোনও মতেই দাম বেশী নেওয়া যাবে না বলে তিনি সকল দোকানদারদের সচেতন করে দেন এবং এডিএ ম্যাডামকে কড়া নজরদারি করতে বলেন। কালারাঘাট আরাসূল অঞ্চলে একটি সারের দোকানে একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার মজুত দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক। তিনি দোকানদার স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেন বলেন এটা যেন ভবিষ্যতে আর না ঘটে। অন্যথায় তিনি আইনি ব্যবস্থা নেবেন। বিধায়কের হঠাৎ এই সারের দোকানে নজরদারিতে এলাকার মানুষ এবং কৃষকরা আশাবাদী যে এর পর হয়তো সারের দাম কমবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Ritam Kumar Das, Father's Name Narayan Chandra Das, of Vill - Nityanandapur, PO - Radhamohanpur, PS - Sonamukhi, Dist - Bankura. Who has been missing since 14.08.2026, at about 01.30 hrs. Residential area under Dhaligacha PS. Description of the Missing person is Age - 20 Years (Approx). Height - 5 Feet 8 Inch (Approx). Complexion - Fair, Wearing - Green T-Shirt, Grey Track suit and Kito shoe, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120

ICA-D 1304(3)/2026

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড
আইডিবিআই ব্যাংক লি., বাঁকুড়া রঘুনাথপুর
মসজিদ মাচানতলার পাশে, বাঁকুড়া,
পিনকোড ৭২২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (সারফায়েশি আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি পরিবেশন না হওয়ার ক্ষেত্রে জারি করা হবে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েশি অ্যাক্ট)-এর অধীনে নোটিশ

শ্রী অয়ন ব্যানার্জী, ফ্ল্যাট নং - জি-৪, ৭ম ফ্লোর, বিজয় বিভা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক এ, সপ্তর্ষী পার্ক, পোঃ - এবিএল টাউনশিপ, থানা - এনটিপিএস শঙ্করপুর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২০৬।
শ্রী বিপিন বিহারী ব্যানার্জী, ফ্ল্যাট নং - জি-৪, ৭ম ফ্লোর, বিজয় বিভা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক এ, সপ্তর্ষী পার্ক, পোঃ - এবিএল টাউনশিপ, থানা - এনটিপিএস শঙ্করপুর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২০৬।
শ্রীমতী পূর্ণিমা ব্যানার্জী, ফ্ল্যাট নং - জি-৪, ৭ম ফ্লোর, বিজয় বিভা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক এ, সপ্তর্ষী পার্ক, পোঃ - এবিএল টাউনশিপ, থানা - এনটিপিএস শঙ্করপুর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২০৬।

এতদ্বারা উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ (আইডিবিআই ব্যাংক) দ্বারা উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাকে টিএল-এর মাধ্যমে ৩২,০৩,০০০/- টাকা (বত্রিশ লক্ষ তিন হাজার টাকা) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। উক্ত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুরির জন্য অয়ন ব্যানার্জী (ঋণগ্রহীতা), বিপিন বিহারী ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং পূর্ণিমা ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) দ্বারা প্রয়োজনীয় ঋণ এবং সিকিউরিটি নথিপত্র সম্পাদিত হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকের মাধ্যমে উক্ত আর্থিক সহায়তা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা ১৮/০৩/২০২৪ এবং ০৪/০৪/২০২৪ তারিখের লোন এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধে খেলাপ করেছেন, তাই সময়ে সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী আইডিবিআই ব্যাংকের খাতায় ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতার খেলাপের কারণে, আইডিবিআই ব্যাংক তাদের ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের Ref. IDBI Bank/LRN/BAN/SB/2026-27 নং চিঠির মাধ্যমে, ০৯-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা এবং তার সাথে সুদ ও অন্যান্য অর্থ মিলিয়ে মোট ৩০,৪৩,৭৯৯/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো নিরানব্বই টাকা) ঋণগ্রহীতার দ্বারা অবিলম্বে প্রদেয় বলে ঘোষণা করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে উক্ত চিঠিতে উল্লিখিত চুক্তিভিত্তিক হারে ১১-০৫-২০২৬ তারিখ থেকে অর্থ প্রদান বা আদায় হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ সহ উক্ত অর্থ আইডিবিআই ব্যাংককে প্রদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। ০৯-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩০,৪৩,৭৯৯/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো নিরানব্বই টাকা) অয়ন ব্যানার্জী (ঋণগ্রহীতা), বিপিন বিহারী ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং পূর্ণিমা ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা)-এর দ্বারা প্রদেয় এবং বকেয়া রয়েছে (যা ০৯-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়ার উপর ১০-০৫-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ এবং আইডিবিআই ব্যাংকের কাছে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং অর্থ প্রদান/আদায় হওয়া পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে আরও অতিরিক্ত সুদ সহ)।
আইডিবিআই ব্যাংক কর্তৃক সারফায়েশি অ্যাক্টের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা(দের)/বন্ধকদাতা(দের) নিজ নিজ ঠিকানায় ''প্রাপ্তিস্বীকার সহ রেজিস্টার্ড ডাক''-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি/প্রেরণ করা হয়েছিল, যা ডাক বিভাগের মন্তব্য ''এই ঠিকানায় এমন কোনো ব্যক্তি নেই''-এর সাথে অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, সারফায়েশি রুলস-এর রুল ৩(১)-এর অনুবিধি মেনে এই জন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনি আইডিবিআই ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনো সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে (আপনার ব্যবসার সাধারণ গতিপথ ছাড়া) লেনদেন করবেন না, অন্যথায় আপনি সারফায়েশি অ্যাক্টের ধারা ২৯-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী হবেন।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
এমতাবস্থায়, ঋণগ্রহীতা(দের)/বন্ধকদাতা(দের) পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করুন, অন্যথায় একটি সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে আইডিবিআই ব্যাংক তার বকেয়া আদায়ের জন্য আইডিবিআই ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো আইনের পাশাপাশি সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধানের অধীনে তার সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট কার্যকর করার অধিকারী হবে।

সম্পত্তির বিবরণ
সপ্তর্ষী পার্ক, শঙ্করপুর-এ ব্লক 'এ'-তে ''বিজয় বিভা অ্যাপার্টমেন্ট'' নামক প্রজেক্ট/বিল্ডিং(গুলি)-এর সপ্তম ফ্লোরে অবস্থিত ১১৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ''জি-৪'' -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সাধারণ এলাকা, সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রায় ১০.১৫ কাঠা বা কমবেশি পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, আর.এস. প্লট নং ২৮/৪৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২১১০-এর অধীনে এল.আর. প্লট নং ৫৯-এর অনুরূপ, মৌজা শঙ্করপুর, জে.এল. নং ৯৫, থানা নিউ টাউনশিপ, এডিএসআর দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান-এর মধ্যে অবস্থিত, এর টাইটেল ডিড জমা দিয়ে মর্টগেজ (বন্ধক)। সম্পত্তিটি জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬ স্বা/-
স্থান : বাঁকুড়া অনুমোদিত অফিসার এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ

আরামবাগে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীর পর এবার আরও এক প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সমীর ভাণ্ডারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগের পাশাপাশি কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের দিয়ে বাস কর্মীদের মারধর এবং বাস মালিকদের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে তোলাবাজির কারবার চলত। বাস মালিকদের অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে মূল মাথা হিসেবে কাজ করতেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী। মহিলা বাস মালিক-সহ একাধিক বাস মালিকের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আরামবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সমীর ভাণ্ডারীর বাড়িতেও যায় বলে সূত্রের খবর। তবে তিনি বাড়িতে না থাকায় তাঁর খোঁজে তদন্ত চলছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও অভিযোগের বিষয়ে সমীর ভাণ্ডারীর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বাস মিনিবাস অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মধুমিতা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'অসাধু ব্যক্তি শাস্তি পাবে, এটা স্বাভাবিক। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোলাবাজিতে মদত দিয়েছেন।'

এদিকে এই ঘটনায় সরব হয়েছেন পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আরামবাগে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের ছত্রছায়ায় দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং দাদাগিরির যে অভিযোগ উঠছে, এই ঘটনা তারই প্রতিফলন। বাস মালিকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা তোলা, কর্মীদের মারধরের মতো গুরুতর অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষ জানতে চায়, এতদিন ধরে এই অভিযোগগুলি কীভাবে চলতে দেওয়া হয়েছিল।' বিমান ঘোষ আরও বলেন, 'শুধু অভিযোগ দায়ের করলেই হবে না, পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের সামনে আনতে হবে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতা যাতে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে না পারেন, সেই দায়িত্ব প্রশাসনের।'

প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই সমীর ভাণ্ডারী ভালো তৃণমূল শিবিরে যোগদান করেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অতীতের বিভিন্ন দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক চাপও বাড়ছিল বলে বিরোধীদের দাবি। এবার বাস মালিকদের পক্ষ থেকে সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ায় ঘটনাটি নতুন রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। তবে অভিযোগগুলি এখনও তদন্তাধীন এবং সমীর ভাণ্ডারীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। এখন দেখার, পুলিশি তদন্তে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে ওঠা এই তোলাবাজির অভিযোগের কতটা সত্যতা সামনে আসে এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত বলে প্রমাণিত হয়।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড
আইডিবিআই ব্যাংক লি., বাঁকুড়া রঘুনাথপুর রোড
মসজিদ মাচানতলার পাশে, বাঁকুড়া,
পিনকোড - ৭২২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছে অর্থ পরিশোধের আহ্বান জানান। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীরা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ এবং খরচের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) বাস্তবিক দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	১) সৌভিক দে (ঋণগ্রহীতা) এবং শান্তি দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০৭১৩৬৭৫১০০০১০৭৩৩ এবং ০৭১৩৬৭৫১০০০১০৭৮৮	১) ০৯.০৬.২০২৬ ২) ১৮.০৮.২০২৬ ৩) ২৯,৪৯,০৫৬.৭৭ টাকা [উনত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছাপ্পান্ন টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা] যা ১০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১৪০৬ বর্গফুট পরিমাপের জমি, যা সি.এস খতিয়ান নং ৫২৬, অনুরূপ আর.এস. প্লট নং ৩৭১, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯৭৭-এর অধীনে, পরবর্তীতে এল.আর প্লট নং ৪২৬৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৫০৭১-এর অধীনে, মৌজা - দেমুরারি গোপীনাথপুর, থানা - বাঁকুড়া, জে.এল নং ২০৫, অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রি অফিস - পরগনা ছররা, জেলা বাঁকুড়া-তে অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি বাঁকুড়া পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ পূর্ব দিকে** : ছালুরাম জৈনের বাড়ি, **পশ্চিম দিকে :** ৬০"০০" চওড়া রাস্তা, **উত্তর দিকে :** কাশীনাথ লাহা মোদক এবং বিদ্যুৎ লাহা মোদকের বাড়ি, **দক্ষিণ দিকে :** রেণুকা মিত্রের বাড়ি।

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬ স্বা/-
স্থান : বাঁকুড়া অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ

চন্দ্রকোনায় ধসে গেল কোটি টাকার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের কুলদহ গ্রামে কৃষিজ ফসল গুদামজাত করার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বেহাল হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রাস্তার কাজ ২০২৫ সালের গোড়ার দিকে শেষ হয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং একটি অংশ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়েছে। গ্রামের গমডাঙ্গা এলাকায় একটি কালভার্টের কাছে রাস্তার একটি অংশ অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। যেকোনও মুহূর্তে সেটি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। শুধু ওই অংশই নয়, গোটা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। এই রাস্তা দিয়েই এলাকার কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাড়ি ও গুদামে নিয়ে যান। পাশাপাশি, গ্রামে থাকা একটি পিকনিক স্পটের জন্য শীতের মরশুমে বহু মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করেন। ফলে রাস্তার এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কৃষকরাও সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তার কাজ করা হয়েছিল। যার ফলেই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এই বিপত্তি। তাঁদের দাবি, নতুন সরকারের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক এবং রাস্তার নির্মাণের মানও খতিয়ে দেখা হোক।

সরকারি ত্রাণ-সহ গ্রেপ্তার গোবরডাঙার প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বাড়িতে মজুদ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার গোবরডাঙা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুভাষ দত্ত উদ্ধার বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী। গোবরডাঙা পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ড এর প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন পৌর প্রধান সুভাষ দত্তের বাড়িতে সোমবার দুপুরে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সরকারি সামগ্রী মজুদ রাখার অভিযোগে জরো হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর ধরে তৃণমূল সরকারের আমলে তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করে চেয়ারম্যান পদ সামলেছেন তবে মাঝখানে তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দলে দাঁড়িয়েও তিনি জয়লাভ করেন যদিও পরবর্তীতে ফের তৃণমূলে যোগদান করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সাধারণ মানুষকে দেবার কথা থাকলেও না দিয়ে নিজের বাড়িতে মজুদ করে রেখেছেন। অভিযোগ তুলে বাড়িতেই বিক্ষোভ দেখায়। এদিন প্রাক্তন পৌরপ্রধান সুভাষ দত্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সরকারি প্লাস্টিকের তাবু কম্বল প্লাস্টিকের বালতি এবং সাদা কাপড়ের থান। ঘটনাস্থলে যায় গোবরডাঙা থানার পুলিশ সরকারি সামগ্রীগুলো সিজ করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন পৌর প্রধান সুভাষ দত্তকে।

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার বোলপুর, (৬৪১৮৩)
ভেনাস প্লাজা, ৩য় ফ্লোর, শ্রীনিকেতন রোড
বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪, (পঃ বঃ)
ই-মেইল আইডি : sbi.64183@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বোলপুর**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১১.০৬.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী মহাদেব শর্মা, পিতা- প্রয়াত বংশীধর শর্মা, একর পল্লী বড়বাগান (ফরেস্ট অফিসের কাছে), পোঃ এবং থানা- সিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১১০৩**-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **২৫,০১,৫৩৬.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ এক হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা) যা ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে তার উপর সুদ** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ৪-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বোলপুর-এর ২৫,০১,৫৩৬.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ এক হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা) যা ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া** এবং তার উপর সুদের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩.৪০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং দোতলা বাড়িসহ বসতবাড়ি হিসাবে রেকর্ড করা ভবন, যার বিক্রয় দলিল নং I-০০১৫৬/২০১১, মৌজা - চাঁদনি সাহেবগঞ্জ, জে.এল নং - ০৭, আর.এস প্লট নং- ১/৮১৯, এল.আর প্লট নং- ৩৯, এল.আর খতিয়ান নং - ২৭৮২, সিউড়ি বড়বাগান ফরেস্ট অফিসের কাছে, সিউড়ি পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং- ০৯, পোঃ, থানা এবং এস.আর অফিস ও চৌকি- সিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১১০১।
সম্পত্তিটি শ্রী মহাদেব শর্মা, পিতা- প্রয়াত বংশীধর শর্মা, একর পল্লী বড়বাগান (ফরেস্ট অফিসের কাছে), পোঃ এবং থানা- সিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১১০৩-এর নামে রয়েছে।
সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে - ইরিগেশন কলোনি মাঠ, **দক্ষিণে** - মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, **পূর্বে** - রাস্তা তারপর ডিএফও বাংলো, **পশ্চিমে** - দেবব্রত ঘোষের খালি জমি।

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান : সিউড়ি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L32902WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস : ''ইকোস্টেশন'', ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর-৫,
৫ম ফ্লোর, স্যুট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
টেলিফোন : (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫, **ই-মেইল :** cs@acknitindia.com, **ওয়েবসাইট :** www.acknitindia.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য, রেকর্ড ডেট এবং বুক ক্লোজার-এর তারিখ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, গত ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএমটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') কর্তৃক জারি করা অন্যান্য সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে আহ্বান করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা আরটিএ/ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত আছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.acknitindia.com**-এ, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এ এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে। আরও, যে সকল শেয়ারহোল্ডার(রা) ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, কোম্পানি তাদের একটি ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করে একটি চিঠিও পাঠিয়েছে, যাতে সঠিক পাথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানের সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (সংশোধিত হিসাবে) অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য সিডিএসএল-এর মাধ্যমে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সমস্ত সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। আইন এবং উক্ত বিধিমালার বিধান অনুসারে বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯.০০ টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫.০০ টায় আইএসটি) শেষ হবে এবং উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে এর অনুমতি দেওয়া হবে না।

বৈদ্যুতিন উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতার জন্য কাট-অফ তারিখ হল বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

এই সময়কালে, **বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ('কাট-অফ তারিখ')** তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা এরপর ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, পরবর্তীতে তাঁকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।

এজিএম-এ ভিসি কার্যধারার সময় সদস্যদের বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে রিমোট ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য সভার আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এর উক্ত কার্যধারার সময় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য হবেন। এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশন(গুলি)-এর ওপর ভোট দেওয়া সদস্যরাও ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করার যোগ্য হবেন, তবে তাঁরা উক্ত রেজোলিউশন(গুলি)-এর ওপর পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.acknitindia.com** এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে। সদস্য যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত সদস্যদের কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, তারা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেইল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটিংয়ের সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি, এভিপি, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫শ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-এর ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেইল করা যেতে পারে অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করা যেতে পারে।

লভ্যাংশের উদ্দেশ্যে রেকর্ড ডেট হল **বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** এবং তদনুসারে উক্ত লভ্যাংশ সেই ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া হবে, যাদের নাম **বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে ব্যবসার সময় শেষে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় উপস্থিত থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর বিধানের সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের ইক্যুইটি শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস **বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সেবি ৭ মে, ২০২৪ তারিখের এর সার্কুলারের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করেছে যে সিকিউরিটি হোল্ডাররা (ফিজিক্যাল ফর্মে সিকিউরিটিজ ধারণকারী), যাদের ফোলিও(গুলি)-তে প্যান বা নমিনেশন নির্বাচন বা যোগাযোগের বিবরণ বা মোবাইল নম্বর বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ বা নমুনা স্বাক্ষর আপডেট করা নেই, তারা প্রয়োজনীয় নথিপত্র/বিবরণ সম্পূর্ণভাবে পূরণ/জমা দেওয়ার পর ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যকর হওয়া শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে উক্ত ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে লভ্যাংশ সহ যেকোনো পেমেন্ট পাওয়ার যোগ্য হবেন। এই বিষয়ে, ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের তাদের প্যান, কেওয়াইসি, নমিনেশন বিশদ, যদি আগে প্রদান না করা হয়ে থাকে, তবে কোম্পানির আরটিএ **এস. কে. ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-কে skcdilip@gmail.com-এ ইমেইলের মাধ্যমে অথবা ইউনিট ডি/৪২, কাটজু নগর (সাউথ সিটি মলের কাছে), গ্রাউন্ড ফ্লোর, কাটজু নগর বাজার, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২**-এ ডাকযোগে আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যদের তাদের ইমেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর বৈদ্যুতিন ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের জন্য তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের জন্য কোম্পানির আরটিএ, এস. কে. ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির আরটিএ-কে **skcdilip@gmail.com**-এ ইমেইলের মাধ্যমে অথবা ডি/৪২, কাটজু নগর (সাউথ সিটি মলের কাছে), গ্রাউন্ড ফ্লোর, কাটজু নগর বাজার, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২-এ তাদের নিবন্ধিত কার্যালয়ে ডাকযোগে লিখে নিবন্ধন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা স্নেহা গুপ্তা
তারিখ : ২৪.০৮.২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

BCL

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৭/১ আনন্দিলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট),
৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ইমেইল cs@burnpurcement.com,
CIN : L27104WB1986PLC040831

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('**আইন**'), এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('**এমসিএ**') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('**সার্কুলারসমূহ**') দ্বারা সময় সময় জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে, এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের **৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম')** আগামী মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''**ভিসি/ওএভিএম**'') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন অনুলিপি শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত আছে। আরও, বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যারা তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি। ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.burnpurcement.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের **www.nseindia.com**-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এও উপলব্ধ হবে।

আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর ই-ভোটিং পরিষেবা গ্রহণ করবে।

সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটিংয়ের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়াদি সম্পাদিত হবে। সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন ওয়ার সময়কাল শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার পর ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। ই-ভোটিংয়ের সুবিধা এজিএম চলাকালীনও উপলব্ধ থাকবে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

এজিএম-এ উপস্থিত থাকার এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী ই-মেইলের মাধ্যমে সদস্যদের পাঠানো হবে।

কোনো সদস্য যদি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি লগইন করার জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল :

- ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা **cs@burnpurcement.com**-এ ফোলিও নম্বরের বিবরণ, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কোম্পানিকে লিখে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের)/ডিপোজিটরি-র কাছে তাদের ইমেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি

- কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত রেজোলিউশনের ক্ষেত্রে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। কোনো সদস্যের দ্বারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম-এর তারিখে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা এনএসডিএল দ্বারা প্রদান করা হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
- উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে ই-মেইল আইডি সফলভাবে নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন শংসাপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **পুনম কুমারী শর্মা**
তারিখ : ২৪.০৮.২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি

'দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙলেই লাথি মেরে বহিষ্কার'

দুর্গাপুরে হুঁশিয়ারি সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: 'দলের অন্দরে কোন্দল আর বরদাস্ত করা হবে না। দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙলে 'লাথি মেরে ত্যাজ্য পুত্র' করে দেওয়া হবে।' দুর্গাপুরের মঞ্চ থেকে এবার কার্যত সেই বার্তাই দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশ্যে চলে আসা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আবহে তাঁর এই মন্তব্যে দলের অন্দরে 'ঘর সামলানো'র চাপই আরও স্পষ্ট হল।

আনন্দপুর ও এন্টালিতে বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে সুকান্ত বলেন, 'ঘরের ছেলে প্রথম ভুল করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ত্যাজ্যপুত্র করা হয় না। আগে বোঝানো হয়, প্রয়োজনে শাসনও করা হয়। দলও সেই পথেই চলছে। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে গেলে আর রেয়াত নয়।' তাঁর কথায়, 'দলের নির্দেশ যদি না মানে, তাহলে ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে। লাথি মেরে বের করে দেবে, তখন বুঝতে পারবে।' বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠী সংঘাত নিয়ে যখন একের পর এক প্রশ্ন উঠছে, তখন সুকান্তের এই মন্তব্যকে দলের বিদ্রোহী অংশের উদ্দেশে কার্যত প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অর্থাৎ, মতপার্থক্য থাকলেও দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান নিলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে।দুর্গাপুর থেকে সেই বার্তাই দিতে চাইল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। অন্যদিকে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিতে বিধায়ক ও সাংসদদের বসানো নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে 'দলতন্ত্র'-এর অভিযোগও খারিজ করেন সুকান্ত। তাঁর দাবি, কোনও বিধায়ক বা সাংসদকে পরিচালন কমিটিতে রাখা হলেই তা দলতন্ত্র হয়ে যায় না। বরং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ঘটনাকেই 'প্রকৃত দলতন্ত্র'-এর উদাহরণ বলে দাবি করেন তিনি। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্গাপুরের মঞ্চকে একসঙ্গে দুই ইস্যুতেই আক্রমণাত্মক সুরে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করলেন সুকান্ত। তবে 'লাথি মেরে ত্যাজ্যপুত্র' করার হুঁশিয়ারি ঘিরেই এখন দলের ভিতরে-বাইরে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে।

আসানসোল-দুর্গাপুরে নারীর সুরক্ষায় 'দুর্গা স্কোয়াড'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: নারী সুরক্ষায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে তৈরি হলো 'দুর্গা স্কোয়াড'। সোমবার আসানসোল পুলিশ লাইনের শরৎ মঞ্চে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এই স্কোয়াডের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। সঙ্গে ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডক্টর প্রণব কুমার, জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সঙ্গে ১০টি বাইক ও স্কুটি নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সশস্ত্র মহিলা স্কোয়াড অনবরত এলাকায় টহল দেবে, যাতে রাস্তায় কোনো নারী নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির ঘটনা না ঘটে এবং নারীরা অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয়। সমস্যায় পড়লে ১০০ বা ১১২ টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে সাহায্য নিতে পারবেন। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'দিন কয়েকের মধ্যে মা দুর্গা আসছেন, তার আগে সংসারের যারা দুর্গা তারা যাতে কোন বিপদে না পড়ে তার জন্য এই দুর্গা স্কোয়াড।' তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন নারী সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স। শুধু তাই নয় মহালয়ার দিন সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সাথে,নারী সুরক্ষা এবং নারী স্বার্থের একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার ডক্টর প্রণব কুমার জানান, দুর্গাপুরেও শীঘ্রই এই স্কোয়াড চালু হবে। এর সাথে এদিন থানা চত্বর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে 'ক্লিন পুলিশ স্টেশন কম্পিটিশন'যা পুলিশ বিভাগের আভ্যন্তরীণ দল বিগত দিনে বিভিন্ন থানার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিষয় পরিদর্শন করে, তারও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জামুড়িয়া থানা ও অন্ডাল থানা। দ্বিতীয় স্থান ও বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে পাণ্ডবেশ্বর থানা। সেরা থানাগুলোকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়।

রায়নায় রেশন ডিলারদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জনসাধারণের কাছে সঠিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে তৎপর হল প্রশাসন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ এবং খাদ্যমন্ত্রীর নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ ব্লকে রেশন ডিলারদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। সম্প্রতি শ্যামসুন্দর বিডিও অফিসে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক এবং রায়না ১ ব্লকের বিডিও-সহ খাদ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও স্থানীয় রেশন ডিলাররা।

বৈঠকে আলোচিত মূল বিষয়সমূহ খাদ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয় বলে জানা গেছে। বৈঠকে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় ডিলারদের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ শোনা রেশন বণ্টন করতে গিয়ে ডিলাররা নানা ধরনের পরিকাঠামোগত বা প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন কি না, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়। ডিলাররা তাঁদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক বিভিন্ন অসুবিধার কথা উপস্থিত আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন। খাদ্যবণ্টনে নতুন পদক্ষেপ, সাধারণ উপভোক্তাদের কাছে সঠিক পরিমাণে ও নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছানো নিশ্চিত করতে কী কী অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়। পাশাপাশি, বণ্টন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রশাসন ও ডিলারদের যৌথভাবে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত বিধায়ক এবং বিডিও উভয়েই রেশন ডিলারদের সমস্ত বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং তাঁদের সমস্যার দ্রুত ও যথাসম্ভব সমাধানের আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থায় যাতে কোনো রকম অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে, সে বিষয়েও ডিলারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি যাতে এলাকার প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের কাছে স্বচ্ছভাবে পৌঁছায়, সে বিষয়ে প্রশাসন ও ডিলার উভপক্ষই একযোগে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। এই প্রশাসনিক বৈঠকের ফলে রায়না ১ ব্লকে রেশন বণ্টন ব্যবস্থা আরও সুশৃঙ্খল ও জনমুখী হবে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

দাম বেড়েছে চিনির

মাথায় হাত শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শক্তিগড় মানেই ল্যাংচা। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষও এখানকার ল্যাংচার স্বাদ না নিয়ে ফেরেন না। কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যবাহী ল্যাংচা ব্যবসাতেই পড়েছে চিন্তার ছাপ। কারণ, হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে চিনির দাম। ব্যবসায়ীদের দাবি, এক সপ্তাহ আগেও খোলা বাজারে প্রতি কেজি চিনি ৪৮-৫০ টাকায় মিলছিল। বর্তমানে সেই দাম বেড়ে প্রায় ৭২ টাকা। ল্যাংচা তৈরির অন্যতম প্রধান উপকরণ চিনি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে উৎপাদন খরচ। এখন প্রশ্ন, বাড়ানো হবে ল্যাংচার দাম, নাকি একই দামে আকার কিছুটা ছোট করে দেওয়া হবে? দাম বাড়ালে ক্রেতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা, আবার দাম না বাড়ালে লাভের পরিমাণ কমে যাওয়ার ভয়। ফলে কার্যত দোটানায় ব্যবসায়ীরা। শুধু চিনিই নয়, গ্যাস-সহ অন্যান্য কাঁচামালের দামও বেড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। তার উপর ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ এবং ল্যাংচা হাবের সামনে উড়ালপুল তৈরির কারণে দোকানের সামনে আগের মতো গাড়ি দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। ব্যবসায়ীদের দাবি, এর ফলে কমেছে ক্রেতার আনাগোনাও।সব মিলিয়ে একদিকে বাড়ছে উৎপাদন খরচ, অন্যদিকে কমছে ক্রেতা দুইয়ের চাপে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা। এখন তাঁদের একটাই চিন্তা, ল্যাংচার স্বাদ ও মান বজায় রেখে কীভাবে টিকিয়ে রাখা যাবে ব্যবসা।

উখরায় শুরু ঐতিহ্যবাহী ঝুলন মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হল উখরার ঐতিহ্যবাহী ঝুলন মেলার। এদিন উখরা কমিউনিটি হলে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন উখরা নিম্বার্ক আশ্রমের অধ্যক্ষ নারায়ণ স্মরণদেব মহারাজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উখরা পঞ্চায়েতের প্রধান মীনা কোলে, প্রাক্তন প্রধান শোভনলাল সিংহ হান্ডে, জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা ব্যানার্জি-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এক মাস ধরে চলবে এই ঐতিহ্যবাহী ঝুলন মেলা। মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উখরা জুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। দীর্ঘ এক মাস ধরে মেলায় নানা আয়োজনকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি আশপাশের এলাকার মানুষেরও ভিড় জমবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ব্রাঞ্চের ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: স্মিতা মিত্র, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১০৩০৪

স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬)-এর সঙ্গে পঠিত** সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়াধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা(গণ): শ্রী বিজন কুমার সরকার** পিতা- বিনয় কৃষ্ণ সরকার, ডি-২৫০, নর্মদা অ্যাপার্ট., অলকানন্দা কালকাজী, সেন্ট জর্জেস স্কুলের কাছে, নতুন দিল্লি-১১০০১৯। **শ্রী সুব্রত রায়** ফ্ল্যাট নং ৮ই, টাওয়ার-১, সাউথ সিটি রেসিডেন্সি, ৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, সাউথ সিটি মলের কাছে, কলকাতা - ৬৮। **শ্রীমতী কাকলী রায়** ফ্ল্যাট নং ৮ই, টাওয়ার-১, সাউথ সিটি রেসিডেন্সি, ৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, সাউথ সিটি মলের কাছে, কলকাতা - ৬৮।	ব্লক ১১-এ ১৫তম ফ্লোরে টাইপ I -এর এইচআইজি ফ্ল্যাট নং ১১-১৫০২-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১৩৭৩ বর্গফুট এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস নং ১১-জি-ওসিপি/২২ রয়েছে যার এরিয়া প্রায় ১৩৫ বর্গফুট এবং অবিদীপ্তা হাউজিং কমপ্লেক্স, ফেজ-১ এর সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা যা মৌজা- বরাখোলা, জে.এল. নং ২১, পোঃ মুকুন্দপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯-এর অধীনে অবস্থিত। **(শ্রী বিজন কুমার সরকার, শ্রী সুব্রত কল্যাণ রায় ওরফে সুব্রত রায় এবং শ্রীমতী কাকলী রায়ের নামে ২০১৭ সালের দলিল নং I/১৫৯৬)।** **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬১.৬৬ লক্ষ টাকা** (তারপরে যেকোনো পেমেন্ট নেট করার পরে উক্ত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)	ক) ৮৫,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ৮,৫২,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯

পরিদর্শনের তারিখ: ২২.০৯.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৫.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
হাওড়া জোনাল অফিস
৫, বি.টি.এম. সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধকি স্বর্ণালঙ্কার নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত গোল্ড লোন ঋণগ্রহীতা, তাদের আইনি উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/গহনা/কয়েনের ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি এবং সাধারণভাবে জনগণকে জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের দ্বারা বারবার রিমাইন্ডার/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্কে তাদের বকেয়া পরিশোধ করছেন না। **এতদ্বারা নোটিশ প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা ২৪.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাদের নিজ নিজ গোল্ড লোন অ্যাকাউন্টে তাদের সমস্ত বকেয়া (হালনাগাদ সুদ এবং সমস্ত খরচ/চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারগুলি ব্যাঙ্কের দ্বারা ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ই-অকশন ওয়েবসাইট http//egold.auctiontiger.net**-এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার খরচে ই-অকশনের জন্য রাখা হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ককে দায়ী করা হবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এছাড়া, প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই উপরিউক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করার বা তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্র. নং.	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট গ্রস ওজন (গ্রামে)	মোট নিট ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য/ ইএমডি (টাকায়)	ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্টের বিবরণ
১	ভাদুতলা **ঠিকানা** গ্রাম ও পোঃ ভাদুতলা, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২১১২৯	রাজ কুমার ভুঁইয়া	৪৩১৯৭৭৬১০০০০৬৩৯	১৫.৯০	১৪.৩০	১,০৮,৮০৭.০০	১,৯৮,২৪২.৬৯	ইএমডি পরিমাণ- প্রতিটি ঋণগ্রহীতার জন্য ২৫,০০০ টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ অ্যাকাউন্টের নাম : মেসার্স ই-প্রোকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড ব্যাঙ্কের নাম : আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং ০০২৪০৫০১৯৪০৮ শাখা : জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ আইএফএসসি কোড : ICIC0000024
২	আলমপুর ঠিকানা গ্রাম আলমপুর, পোঃ নিউ কোলোরাহ, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১১৩০২	মহম্মদ ফাকারে আলম	৪০৮১৭৩০১০০০০০১২	১১.০০	১০.২০	৪৪,৭৫৭.০০	১,৪১,৪০৩.৮৮	

নিলামের শর্তাবলী গহনা/স্বর্ণালঙ্কারের গুণমানের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী নয়। অলঙ্কারগুলি "যেমন আছে যা আছে" ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। সোনার দায়বদ্ধতা সেই ব্যক্তির যিনি গহনাগুলি বন্ধক রেখেছিলেন এবং যিনি বিড জিতবেন। সফল বিডারকে সোনা বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিডের পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রয় বাতিল করতে পারে। ইচ্ছুক বিডাররা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। কোনো কারণ উল্লেখ না করেই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে। স্বর্ণালঙ্কারের নিলামের পর কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে কাম্য নয়। যেকোনো পর্যায়ে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার এবং তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের কোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মওকুফ করার অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং বিড করার অর্থ হলো বিডার নিলাম সংক্রান্ত নিয়ম ও শর্তাবলী গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত কর ও শুল্ক এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং ক্রেতা সাবধান (caveat emptor) নীতি প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ এটাও হবে যে বিডার নিলামের সময় প্রচলিত কোনো সংশোধন সহ নিয়ম ও শর্তাবলী মনোযোগ সহকারে পড়েছেন। একবার বিড করা হয়ে গেলে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসঙ্গতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি সংস্করণটিকে প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করা হবে।
নিলামের দিনের আগে উপরোক্ত লোন অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে কোনো তথ্যের জন্য বিডারদের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে, কোনো লোনের সর্বোচ্চ বিডার হওয়ার পর, অবশিষ্ট পরিমাণ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে।
অনলাইন নিলাম ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে আইএসটি অনুযায়ী সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক বিডারকে **ই-প্রোকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (অকশন টাইগার)**-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগ ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ অথবা ই-মেইল আইডি egold@auctiontiger.net।
তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার,
হাওড়া জোনাল অফিস

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১। ব্রাঞ্চের ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

অ্যাকাউন্টের নাম: ক্রিস্টোফার থমাস (ঋণগ্রহীতা), সিআইএফ নং: ৮৬৮৮৮৫৫২৫১০, অ্যাকাউন্ট নং: ৪২১১৩৫৮৭৩০৬ (EB-RLMS HOME LOAN) ৪৩৬২০৮৪১৯৯৪ (EB-INSTA-HOME-TOPUP-YONO-APR24), ৪৩৭১৯৪৩৮৯৭২ (MC-TL-XPRESS ELITE) এবং ৪৩৯২১৭৫৫৬৮৩ (MC-TL-PERSONAL LOAN)

চার্জ করা সিকিউরিটির দখল

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, যার কার্যালয় জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১১তম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১-এ অবস্থিত, এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ১৫.০৬.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা মৃত ক্রিস্টোফার থমাস, পিতা- থমাস ম্যাথিউ, ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৪র্থ ফ্লোর, উৎসব আশিয়ানা ফেজ-I, প্লট নং বি-১০/২৩৪, সাব ব্লক নং ১০, ব্লক বি, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪১২৩৫-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৪৮,৪৯,১০৬.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো ছয় টাকা মাত্র) যা ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে তার উপর ভবিষ্যতের সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **৪৮,৪৯,১০৬.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো ছয় টাকা মাত্র) যা ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে তার উপর ভবিষ্যতের সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
সম্পত্তির মালিক: শ্রী ক্রিস্টোফার থমাস, পিতা- শ্রী থমাস ম্যাথিউ
টাইটেল ডিড নং: I-৩৬৬১/২০২৩ জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
"উৎসব আশিয়ানা" -তে উক্ত আর.সি.সি বহুতল ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪বি চিহ্নিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া ৭৫৭ বর্গফুট, ব্যালকনির কার্পেট এরিয়া ৭০ বর্গফুট, ফ্ল্যাটের কভার্ড এরিয়া ৯৭৬ বর্গফুট, সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১২২০ বর্গফুট বা কমবেশি, যার মধ্যে ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং/ড্রয়িং, ২টি ডব্লিউ.সি. /টয়লেট, ১টি রান্নাঘর, ২টি ব্যালকনি রয়েছে, যা প্লট নং বি১০/২৩৪, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২৩৫-এর উপর অবস্থিত। যা এ.ডি.এস.আর.- কল্যাণী-তে ২০২৩ সালের জন্য বুক নং I, ভলিউম নং ১৩০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬২৫২৩ থেকে ৬২৫৪৩-এ ১৩০৩০৩৬৬১ নম্বর দলিল নং I-৩৬৬১/২০২৩ হিসেবে নিবন্ধিত।
সম্পত্তির সীমানা (দলিল নং I-৩৬৬১/২০২৩ অনুযায়ী): উত্তরে: ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে: প্লট নং বি-১০/২৪২, বি-১০/২৪১ এবং বি-১০/২৪০; পূর্বে: বি-১০/২৩৭; পশ্চিমে: বি-১০/২৩৩।

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৬
স্থান: কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (প্রতিষ্ঠানের নাম)** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত < তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতারা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
[সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে]।

ক্র. নং.	ক. ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারের নাম খ. শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী সুনিতা সিং এবং শ্রী দেবেন্দ্র সিং** **খ. শাখা: আসানসোল**	৩৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের একটি দোকান ঘরের সম্পত্তি, যা শ্রী দেবেন্দ্র সিং (সহ-ঋণগ্রহীতা)-এর নামে ২০০৪ সালের নিবন্ধিত দলিল নং I-৩৯৩১ অনুযায়ী রয়েছে, যা আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি মৌজায়, জে.এল. নং ২০, সি.এস. প্লট নং- ৮৯২০, ৮৯২১, আর.এস. প্লট নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এর অধীনে কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। এটি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে হোল্ডিং নং- ১৮৫/নতুন, ওয়ার্ড নং ১৭, এস বি গরাই রোড, সুকান্ত পার্কের বিপরীতে, পোঃ- উষাগ্রাম, থানা- আসানসোল(দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩০৩-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- দাতাদের সম্পত্তি; পূর্বে- মতিলাল সিংয়ের দোকান; দক্ষিণে- এস বি গরাই রোড; পশ্চিমে- বার্নওয়ালের দোকান।	**ক) ২৪.০৮.২০২৬ খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ২০,৩৬,৭৫৩.২০ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।
২.	**ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী সীতারাম সিং এবং শ্রীমতী পুনম সিং** **খ. শাখা: আসানসোল**	সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্রাম সিং (গ্যারান্টার), পিতা- মৃত মতিলাল সিং-এর নামে রয়েছে যা ফ্ল্যাট নং ০৩, ২য় ফ্লোর, কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত। এটি আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি মৌজা, জে.এল. নং- ২০, আর.এস. প্লট নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এর অধীনে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং- ৪৩, এস বি গরাই রোড, পোঃ- উষাগ্রাম, থানা- আসানসোল(দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩-এ অবস্থিত, যার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭৩ বর্গফুট। **ফ্ল্যাটের সীমানা:** উত্তরে- শক্তি সিংয়ের ফ্ল্যাট নং- ৫, সাধারণ প্যাসেজ, লিফট এবং সিঁড়ি; পূর্বে- শ্রী আর্যর ফ্ল্যাট নং- ৪; দক্ষিণে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- খোলা আকাশ।	**ক) ২৪.০৮.২০২৬ খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ১১,৫৯,৬৩৭.০০ টাকা (এগারো লক্ষ উনষাট হাজার ছশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ।
৩.	**ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী সীতারাম সিং** **খ. শাখা: আসানসোল**	১৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের একটি দোকান ঘর সমন্বিত সম্পত্তিটি শ্রী সীতারাম সিং-এর নামে ২০২০ সালের টাইটেল ডিড নং I-০২০৫০০৫১৯ অনুযায়ী রয়েছে, যা "কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্ট" নামক একটি ছয় তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। এই ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান/পার্কিং স্পেস রয়েছে। এটি এস.বি. গরাই রোড, আসানসোল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা আসানসোল (দক্ষিণ), মহকুমা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- আসানসোল, আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি মৌজার মধ্যে, ওয়ার্ড নং: ৪৩, জে.এল. নং ২০, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, আর.এস. খতিয়ান নং ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এর অধীনে আর.এস. প্লট নং ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪ তে মোট ০.১৪৫ একর পরিমাপের জমিতে অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- বিক্রেতার সম্পত্তি; পূর্বে- মতিলাল সিংয়ের দোকান; দক্ষিণে- এস বি গরাই রোড; পশ্চিমে- সহদেব বার্নওয়ালের দোকান।	**ক) ২৪.০৮.২০২৬ খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ৭,৬৯,৩৫৬.৩০ টাকা (সাত লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ২৪.০৮.২০২৬
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI **হোম লোন সেন্টার কলকাতা**
"অবনী হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
অবস্থান: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন,
এক্সাইড বিল্ডিংয়ের কাছে, **ই-মেইল:** sbi.04490@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সঞ্জয় মন্ডল, মোবাইল নং ৯১৬৩০ ০৬১৩১, ই-মেইল-sbi.04490@sbi.co.in

জব্দ এবং যানবাহন বিক্রির আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি (অ্যানেক্সচার - ১)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৯.০৮.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ.: "আগ্রহী বিডাররা ২৯.০৮.২০২৬ এর শেষ পর্যন্ত প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাওয়ার পরে এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে এই জাতীয় তথ্য আপডেট করার পরেই প্রি-বিড ইএমডি-এর ক্রেডিট বিডারকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের নিজেদের স্বার্থেই প্রি-বিড ইএমডি-র পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৭.০৮.২০২৬ সকাল ১১-০০ টা থেকে বিকাল ০৫-০০ টা পর্যন্ত

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেটেড/বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা এবং তার উপর সুদ এবং ব্যয় ও খরচ ইত্যাদি সহ (যদি কিছু আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়ের জন্য **২৯.০৮.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

জানা দায়বদ্ধতা সহ (যদি থাকে) অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	সংরক্ষিত মূল্য জিএসটি সহ যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	বায়না অর্থ জমা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	রেজোলিউশন এজেন্ট ফোন নং
মেক এবং মডেল: মারুতি সুজুকি/ফ্রনক্স ডেল্টা+ **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২৮২০২৯৯৪৩৬ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 98 N 8340 **ইঞ্জিন নং:** K12NP7455127 **চেসিস নং:** MBHKWD13SRB230839 **মালিক:** তাপসী দত্ত **তৈরির বছর:** ২০২৪	**৬,০৪,০০০/- টাকা** জিএসটি সহ যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৬০,৪০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: মাহিন্দ্রা বোলেরো নিও এন৪ **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২২৩৫০৭৪৫৪ ২ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB08Q2788 **ইঞ্জিন নং:** XZP6G65639 **চেসিস নং:** MAINA2XZXP6G90537 **মালিক:** আসিফ আলী মোল্লা **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৫,০০,৪০০/- টাকা** জিএসটি সহ যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫০,০৪০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: হুন্ডাই আউরা ১.২ এমটি **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪৩৮৫৪৬১৬১৮৮ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB27A3578 **ইঞ্জিন নং:** G4LASM250956 **চেসিস নং:** MALB341CLSM340209 **মালিক:** তৃষ্ণা সরকার **তৈরির বছর:** ২০২৫	**৪,৫৭,২০০/- টাকা** জিএসটি সহ যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৪৫,৭২০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: স্কোডা ভিডব্লিউ ভেন্টো টিএসআই এটি হাইলাইনপ্লাস **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২০৬৬১৬৫২৯৪ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 20BS9649 **ইঞ্জিন নং:** DSH033575 **চেসিস নং:** MEXG21604MT152199 **মালিক:** শ্রীমতী অনিতা সিকদার **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৫,৫০,৮০০/- টাকা** জিএসটি সহ যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫৫,০৮০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন: www.sbi.co.in এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২৫.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভারী বৃষ্টিতে গিনির আবর্জনার স্তূপে ভয়াবহ ধস, অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু

কোনাক্রি, ২৪ অগাস্ট: ভারী বৃষ্টির জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আফ্রিকার দেশ গিনিতে। রাজধানী কোনাক্রিতে দার এস সালামের সবচেয়ে বড় আবর্জনার স্তূপে ধসের জেরে মৃত্যু হয়েচে অন্তত ৩০ জনের। পাশাপাশি ধ্বংসস্তূপের নিচের আরও বহু মানুষ আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে উদ্ধারকারীদের অনুমান, এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কোনাক্রির ওই অঞ্চলে গোটা শহরের আবর্জনা জমা করা হয়। বছরের পর বছর ধরে আবর্জনা জমা করে রাখায় তা বিরাট পাহাড়ের রূপ নিয়েছে। রবিবার রাত ২টো নাগাদ প্রবল বৃষ্টির জেরে সেই আবর্জনার স্তূপ দিয়ে জল বইতে শুরু করে এবং বড়সড় ধস নামে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি গুরুতর আকার নেয়। বড়সড় ধস নামে সেখানে। ঘটনায় আশপাশে থাকা কুঁড়েঘরগুলি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে। নিচে আটকে পড়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার ওই স্থানটি বন্ধ করার কথা ছিল।

ঝাড়খণ্ডে পরীক্ষায় ‘অনিয়ম’ সিবিআই তদন্ত চেয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে সুপ্রিম নোটিস

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: ঝাড়খণ্ডে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় এ বার কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই তদন্তের আর্জি প্রসঙ্গে তাদের মতামত জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছ থেকেও বক্তব্য জানতে চেয়েছে আদালত।

উল্লেখ্য, পড়ুয়াদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে হেমন্তের সরকার ২২টি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। গত সপ্তাহেই ওই সিদ্ধান্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট।

ঝাড়খণ্ডের সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভ বর্তমানে স্তিমিত। পড়ুয়াদের দাবিমতো বেশ কিছু পরীক্ষা বাতিল করে সার্বিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেমন্ত সোরেনের সরকার। তবে সিবিআই তদন্তের দাবি এখনও মেনে নেয়নি তারা। এ অবস্থায় পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন হরিশরন দেবগণ নামে এক সমাজকর্মী। সোমবার মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে প্রধান বিচারপতি কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে। মামলাকারীর বক্তব্য, ওই অনিয়মের অভিযোগটি সিবিআই-কে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করানো উচিত। তদন্ত শেষ করার জন্য একটি সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া উচিত বলে আদালতে আবেদন জানান মামলাকারী।

মামলাকারীর মূল অভিযোগ, ২০২৫ সালের ‘ঝাড়খণ্ড কম্বাইন্ড সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি কম্পিটিটিভ এগ্‌জামিনেশন নিয়ে। ওই পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে বলে মনে করছেন মামলকারী। তাই অবিলম্বে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানান তিনি। সোমবারের শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন, এই অভিযোগগুলি সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে গোটা বিষয়টির অনুসন্ধান করানোর আর্জি জানান আইনজীবী। ওই মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্র, ঝাড়খণ্ড সরকার এবং ঝাড়খণ্ড পিএসসি-র বক্তব্য জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

বছরে ৩ টি সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেবে তামিলনাড়ু সরকার

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

চেন্নাই, ২৪ অগস্ট: তামিলনাড়ুর প্রত্যেক পরিবারকে বছরে তিনটি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। তবে সেই পরিবারের বার্ষিক আয় বছরে আড়াই লক্ষ বা তার কম হতে হবে। সোমবার এই ঘোষণার পাশাপাশি বিজয় জানিয়েছেন, মেয়েদের জন্য বিনামূল্যের বাসযাত্রার পরিধিও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ বার দূরপাল্লার বাসেও বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন মহিলা এবং রূপান্তরকামী মানুষেরা।

বিজয় জানিয়েছেন, ‘অন্নপূরানি সুপার সিক্স’ নামের এই প্রকল্প ২০২৭ সালের পোঙ্গল উৎসবের দিন থেকে শুরু হবে। এই প্রসঙ্গে বিজয় জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি সঙ্কট বেড়েছে। গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক মানুষের উপর আর্থিক বোঝা বেড়েছে। তা লাঘব করতেই তাঁর সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন বিজয়।

তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রত্যেক পরিবারকে বছরে ছ’টি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজয়ের দল টিভিকে। সরকার গঠনের পর সেই প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করল তারা। বিজয় জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে উপভোক্তা হিসেবে পরিবারের গৃহকর্ত্রীর নাম থাকবে। সিলিন্ডারের দাম সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক হবে

অন্তত ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার। ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে তামিলনাড়ু সরকারের।

এর আগে তামিলনাড়ুতে ৪০ কিলোমিটার বিনামূল্যের বাস পরিষেবা পেতেন মহিলারা। সোমবার বিজয় জানিয়েছেন, এ বার এক্সপ্রেস বা ডিল্যাক্স গোত্রের বাসের ক্ষেত্রেও বিনামূল্যের পরিষেবা মিলবে। আন্তঃজেলা বাস পরিষেবাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। তা ছাড়া ‘ভেট্টিরি পায়ানা থিত্তম’ নামের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে রূপান্তরকামীদেরও। আগামী ২ অক্টোবর প্রকল্পের এই বর্ধিত পরিষেবার সূচনা হবে।

সোমবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিজয় জানিয়েছেন, চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় বিমানবন্দর তৈরির কাজ বন্ধই রাখ ছে তাঁর সরকার। চেন্নাইয়ের পারান্দুরে দ্বিতীয় বিমানবন্দর তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় কয়েকটি কৃষক সংগঠন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। বিজয় জানিয়েছেন, নতুন বিমানবন্দর এমন জায়গায় তৈরি হওয়া উচিত, যেখানে কোনও পরিবারকে উচ্ছেদ করতে হবে না কিংবা কৃষকদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে না।

ক্যালিফোর্নিয়ায় দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণীর

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৪ অগস্ট: আমেরিকার সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরে সান্তাক্রুজে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণীর। ‘এনআরআই পালস’-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯ বছর বয়সি অ্যালি রেনি সিং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। আচমকা মেধাবী ছাত্রীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত পরিবার।

উল্লেখ্য, ওই এলাকায় রাস্তা খারাপ থাকায় আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত জুন মাসে একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় সান্তা ক্রুজ পর্বতমালায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি বাঁধের ওপর থেকে ৪০০ ফুট নিচে পড়ে গিয়েছিল। ওই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে আরও এক যুবক ছিলেন। তিনি অল্প আহত হয়েছেন। শেষ মুহূর্তে কোনও মতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। চারজন পেশাদার ডুবুরি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তরুণীকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালেও পাঠানো হয়। যদিও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় অ্যালি রেনি সিংয়ের। জানা গিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল সান্তাক্রুজের বিখ্যাত ‘স্টিমার লেনে’ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ‘লস এঞ্জেলেস টাইমস’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, উপকূলীয় ভাঙনের কারণে সমুদ্র-সংলগ্ন ‘ওয়েস্ট ক্লিফ ড্রাইভ’-এর ওই অংশটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। মনে করা হচ্ছে, এর ফলেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি তরুণী।

অ্যালি রেনি সিংয়ের বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেছেন তাঁর কাকিমা মনিকা সিং-স্ট্রোমায়ার। এই কঠিন সময়ে পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার উত্তরপ্রদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী সচেতনতা ও তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে মতবিনিময় করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তরুণ ভোটারদের মধ্যে ভোটদানে অংশগ্রহণ জোরদার করতে তাঁর এই প্রচেষ্টা। আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফোটোসেশনে জ্ঞানেশ কুমার।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, জারি লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত দেশের রাজধানী। পরিস্থিতি এমনই যে, জলমগ্ন দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই পারল না ১৫টি বিমান। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ১২টি বিমানকে রাজস্থানের জয়পুর বিমানবন্দরে, দু’টি বিমানকে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে আর একটি বিমানকে লখনউ বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়েছে। রবিবার দিল্লিতে ভ্যাপসা এবং দমবন্ধ আবহাওয়া ছিল। সোমবার ভোর থেকেই অবশ্য বৃষ্টি শুরু হয় রাজধানীতে। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ১৮ থেকে ২৮ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় দিল্লির ছতরপুর এলাকায়। ইতিমধ্যেই আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দিল্লিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবে দেশের রাজধানীতে। বজ্রপাতের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে।

ময়দান

জুড়েলের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে শক্ত ভিত ভারতের! ব্যাকফুটে লঙ্কাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলম্বো কলম্বো টেস্টের দ্বিতীয় দিনটি ভারতের দখলেই ছিল। প্রথম দিনের ৩০০/৫ স্কোর থেকে এগিয়ে ভারত আরও ২০৩ রান যোগ করে ৫০৩/৯-এ ইনিংস ঘোষণা করে। এই বিশাল সংগ্রহ গড়ার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেন ধ্রুব জুড়েল। অপরাজিত ১১৫ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে তিনি শুধু দলকে শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেননি, নিজের কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট শতরানও পূর্ণ করেন। তাঁর ধৈর্য, সংযম ও দায়িত্বশীল ব্যাটিং ভারতের ইনিংসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

প্রথম দিনের শেষে ঋষভ পন্থ কব্জিতে চোট পেয়ে অবসর নিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় দিনে তিনি আবার ব্যাট হাতে মাঠে নামেন এবং ৬৩ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন। পন্থ ও জুড়েল মিলে ষষ্ঠ উইকেটে ১১২ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে ভারতের রানকে আরও মজবুত ভিত্তি দেন। অন্যদিকে সারাংশ জৈন বড় রান করতে ব্যর্থ হয়ে মাত্র ৬ রান করে ফিরে যান। মানব সুতারও গুরুত্বপূর্ণ ১৮ রান যোগ করেন।

জুড়েলের শতরানের পথে সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায় ছিল নবম উইকেটের জুটি। মানব সুতার আউট হওয়ার সময় জুড়েলের ব্যক্তিগত রান ছিল ৭৯। তখন অনেকেই মনে করেছিলেন, শেষ ব্যাটারদের নিয়ে হয়তো শতরান আর সম্ভব হবে না। কিন্তু সেই আশঙ্কা সত্যি হতে দেননি মহম্মদ সিরাজ। তিনি মাত্র ৩ রান করলেও ২৯টি বল খেলেন এবং প্রায় ৪৯ মিনিট ক্রিজে থেকে জুড়েলকে অসাধারণ সমর্থন দেন। দু’জনে মিলে নবম উইকেটে ৪৫ রানের মূল্যবান জুটি গড়েন, যা জুড়েলের শতরান পূর্ণ করতে বড় ভূমিকা রাখে।

শতরানের একেবারে কাছে পৌঁছে জুড়েলকে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়। ৯৯ থেকে ১০০ রানে পৌঁছাতে তিনি ১৩টি বল খেলেন। অবশেষে এক রান নিয়ে তিন অঙ্কের মাইলফলক স্পর্শ করতেই সতীর্থদের উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে মাঠ। বিশেষ করে সিরাজের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। মনে হচ্ছিল, সতীর্থের শতরান যেন তাঁর নিজের সাফল্যের সমান। এই দৃশ্য ভারতীয় দলের ঐক্য ও পারস্পরিক বিশ্বাসের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে।

ডুরান্ডের পর কলকাতা লিগেও দাপট ইস্টবেঙ্গলের, প্রায় নিশ্চিত সুপার সিক্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলে এখন যেন সাফল্যের জোয়ার। সিনিয়র দল সদ্য ডুরান্ড কাপ জিতেছে, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে। মহিলা দলও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দারুণ ছন্দে রয়েছে। সেই সাফল্যের আবহে কলকাতা লিগেও জয়রথ থামছে না লাল-হলুদ শিবিরের। কালীঘাট মিলন সংঘকে ১-০ গোলে হারিয়ে সুপার সিক্সে ওঠার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল তারা।

ভবানীপুরের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট হওয়ায় কিছুটা চাপে ছিল ইস্টবেঙ্গল। তাই ঘরের মাঠে জয় ছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্য ছিল না। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে লাল-হলুদ ফুটবলাররা। ম্যাচের অধিকাংশ সময় বলের দখল ছিল তাদের কাছেই। একের পর এক সুযোগ তৈরি হলেও গোলের দেখা মিলছিল না। কারণ কালীঘাটের গোলরক্ষক রঞ্জন সোরেন দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে একাই বহু নিশ্চিত গোল রুখে দেন।

প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের চাকু মান্ডি, বিজয় মুর্মুসহ একাধিক ফুটবলার গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু রঞ্জনের অসাধারণ সেভ এবং কখনও গোলপোস্টের বাধায় হতাশ হতে হয় তাদের। ফলে বিরতির সময় স্কোরলাইন ছিল গোলশূন্য। তবে মাঠের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের আধিপত্য ছিল স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছবি দেখা যায়। আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে লাল-হলুদ। কালীঘাটও মাঝে মধ্যে পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণকে তেমন সমস্যায় ফেলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৮৪ মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে কালীঘাটের এক ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। স্পট-কিক নিতে এসে অভিজ্ঞ মনতোষ মাঝি কোনও ভুল করেননি। ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
NOTICE INVITING E-TENDER
Executive Officer, Diamond Harbour Municipality, invites e-tender for execution of one no. of work from out side Bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work under **e-NIT No.: WBMAD/ULB / DHM/NIT-12 / 376(e)/ 2026-2027, vide memo no. K-12 (Tender) / A-216 / DHM, Dated 24.08.2026.** Bid Submission End Date: **16.09.2026.** Detailed information is available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Diamond Harbour Municipality

Offline Short Sealed BID-05 of 2026-27 of EE, P.W.D., BD-II for
1) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed, PVC Chair & PVC Table etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at **Katakopra Karma Tirtha (Raipur GP)** under Domkal P.S in the district of Murshidabad in connection with requisition NIS Code: 20017065 of DAY-ITTO portal under Berhampore Division No.II, P.W.D.
Date of Publication of BID:-24.08.2026. Last date and time of application for quotation documents: **-25.08.2026 Upto 1:00p.m.** Last Date and time of issuance of Quotation documents: **-25.08.2026 upto 2.00 pm.** Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope:- **25.08.2026 Upto3.00p.m**. Opening of the Quotations: **25.08.2026 upto 5.00 PM.** The details can be obtained from the website http://www.wbpwd.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৭৬ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** “ডিইএন /III/শিয়ালদহ-এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ পিডব্লুআই কৃষ্ণনগর সিটি-র অধীনে ৭টি গ্যাংহাট এবং মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর ১-এনজি, ৩ এমবিবি এবং পিডব্লুআই /বেলডাঙা-র অধীনে ৭ এমবিবি, ৮ এমবিবি, ৯ এমবিবি, ১৫ এমবিবি, ১৬ এমবিবি নির্মাণের প্রস্তাব” সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৩,১৭,৬০৬.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৬,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৪৯ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** “দমদম জংশন স্টেশনে নতুন সাব- স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক কাজ” - সাব-স্টেশন স্থানান্তরের সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩২,৭৫,৩৪৭.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৫,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৭৮ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের সাউথ বুকিংয়ের নিকটে (মেসার্স জনসন নির্মিত) (০২টি) যাত্রী এসক্যালেটরের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি ও ব্রেকডাউন-এর চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৭১,৪৭৯.৬৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৯,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ২৭.০৮.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ১০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয়। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।
SDAH-191/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following **eN.I.T. bearing no. WBMAD/MM/NIT-01e/2026-27 & WBMAD/MM/NIT-02e/2026-27, Dt.24.08.26.** Details of Tender will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনের **ব্যাণ্ডেল স্টেশনে** সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নতুন চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামটি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও বিশদের জন্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-২৮-২০২৬। লট নং/ক্যাটাগরি ঃ** পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ -বিডিসি - টিওআই-১২-২৬-১। **স্টেশন ঃ** ব্যাণ্ডেল (বিডিসি)। **নিলামের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।
HWH-296/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু
ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের খুর্দা রোড ডিভিসনের পুরী স্টেশনে **২৫.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ২০.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত** প্ল্যাটফর্ম-৫ ও ৬ আধুনিকীকরণের কাজের জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে **মালতীপাটপুর স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/মালতীপাটপুর স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবেঃ (১) ১৫৬৪৪ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৬, ০৩.০৯.২০২৬, ১০.০৯.২০২৬, ১৭.০৯.২০২৬, ২৪.০৯.২০২৬, ০১.১০.২০২৬, ০৮.১০.২০২৬, ১৫.১০.২০২৬]।**(২) ১৫৬৪৩ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৬, ০৫.০৯.২০২৬, ১২.০৯.২০২৬, ১৯.০৯.২০২৬, ২৬.০৯.২০২৬, ০৩.১০.২০২৬, ১০.১০.২০২৬, ১৭.১০.২০২৬]। **(৩) ১৫৬৪০ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৬, ০৬.০৯.২০২৬, ১৩.০৯.২০২৬, ২০.০৯.২০২৬, ২৭.০৯.২০২৬, ০৪.১০.২০২৬, ১১.১০.২০২৬, ১৮.১০.২০২৬]। **(৪) ১৫৬৩৯ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৬, ০১.০৯.২০২৬, ০৮.০৯.২০২৬, ১৫.০৯.২০২৬, ২২.০৯.২০২৬, ২৯.০৯.২০২৬, ০৬.১০.২০২৬, ১৩.১০.২০২৬, ২০.১০.২০২৬]। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender are invited by the Administrator, Garulia Municipality. P.O.- Garulia. North 24 Parganas for **"Permanent Road Restoration work for Zone 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 and Zone-1 to Zone-7 due to laying of HDPE Pipe line & D.I(K-9) pipe line at Zone-7"** in connection with Augmentation of Water Supply Scheme for Garulia Municipality Under AMRUT 2.0.
E-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-01/AM-2/2026-27, Date: 22.08.2026

Tender Name (Zone wise)	Tender Amount
Zone 1	Rs. 43.03,688.00
Zone 2	Rs. 45,18.873.00
Zone 3	Rs. 41.96,096.00
Zone 4	Rs. 40.34,708.00
Zone 5	Rs. 40,45,467.00
Zone 6	Rs. 40.88.504.00
Zone 7	Rs. 39.80,912.00
Zone 1 To Zone 7	Rs. 51.67.613.00

Quotation Submission Start Date: **25.08.2026-06:30 p.m.**
Quotation Submission End Date: **09.09.2026-06:30 p.m.**
Details information will be available in **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/- **Administrator, Garulia Municipality**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
VIDYASAGAR BALIKA BHAWAN, GOPE, MIDNAPORE
DIST: PASCHIM MEDINIPUR E.mail- vbbmidnapore@gmail,com
E-TENDER NOTICE
E-Tenders are being invited by the Superintendent, Vidyasagar Balika Bhawan, Gope, Paschim Medinipur for supply of **"DIETARY MISCELLANEOUS & CLOTHING ARTICLES" (NIT No. 2026_CDWDS_ 5019756_1** and Tender reference No 593/VBB). Details of the e-Tender may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Superintendent
Vidyasagar Balika Bhawan, Gope, Midnapore
Paschim Medinipur
Memo No- 598(3/Advt./ ICA/Paschim Medinipur Date- 24-08-2026

e-Tender Notice
e-NIT no.: 1941/DCH/Estb/2026 Tender Id:2026_DFS_5019931_1
E-tenders are hereby invited under a two-bid system from professionally competent and financially sound agencies for appointment for supply food grains for SAM Children scheme under the management of DCF&S, Hooghly. For tender document and other details, please visit www.tenders.wb.gov.in. Bids must be submitted online only at the aforesaid portal. Bid submission start date- 25th August, 2026 from 15.00 hrs; Bid Submission Closing Date: 07th September 2026 up to 15.00 hrs. Earnest Money Deposit (EMD) and other eligibility criteria must be complied with as per the Tender Document. The District Controller (F&S), Hooghly reserves the right to accept or reject any/all tenders without assigning any reason.
Memo No- 232(2)/HD/ICA/ADVT Date- 24-08-2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Sealed Quotations are invited by the office of the U/S –e-NIQ No: WBHD/EE/ED-II/e-NIQ-05/2026-27. **Tender ID: 2026_HSD_5019504_1.** Renovation and Repairing of old dilapidated E.I work for Flat. No. B-5/6 & B-2/1 (B-Type) of Bidhan Abasan Govt. RHE under Central Calcutta Electrical Section(HD). Bid Submission end date: 31.08.2026 upto 11.00 A.M, Quotation Opening Date: 02.09.2026 at 11.00 A.M, Quotation details may be obtained from the Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. II, Housing Directorate, 45, G.C.Ave.,4th Floor, Kolkata – 700013 on all office days during office hours.
Executive Engineer, Electrical Division II, HD
ICA- T16123(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Sealed Quotations are invited by the office of the U/S –e-NIQ No : WBHD/EE/ED-II/e-NIQ-07/2026-27. **Tender ID:2026_HSD_5019807_1.** Renovation and Repairing of old dilapidated E.I work for Flat. No. B-8/6 & B-2/8 (B-Type) of Bidhan Abasan Govt. RHE under Central Calcutta Electrical Section(HD). Bid Submission end date: 31.08.2026 upto 11.00 A.M, Quotation Opening Date: 02.09.2026 at 11.00 A.M, Quotation details may be obtained from the Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. II, Housing Directorate, 45, G.C. Ave., 4th Floor, Kolkata – 700013 on all office days during office hours.
Executive Engineer, Electrical Division II, HD
ICA- T16125(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work “SITC of 3 Nos. Split type AC Machine in the Commissioner's Office Chamber & Anti Chamber in the office building of the West Bengal State Election Commission, Rawdon Street, Kolkata-700017.” e-TenderNo: WBPWD/AE/48/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_WBPWD_5019641_1. Documents Submission end date 07.09.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website . Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T16151(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
AE/CKHSD-I/PWD invites online NIeT No. WBPWD/AE/ CKHSD-I/NIeT-17/2026-2027 for the following work (1) Calcutta Pavlov Hospital--SR works of old Academic Building at Calcutta Pavlov Hospital,18 no Gobra Road, Kolkata-46 during the year 2026-2027 Amount-2,17,758.00 Last date of application 07.09.2026 at up to 12.00 P.M. for CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB DIVISION-I, PWDte,. Kolkata. TENDER ID : 2026_WBPWD_5019682. Corrigendum if any will be published in website only . Other details may be obtained from : http: tenders.wb.gov.in. Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte., Central Kolkata Health Sub-Divison-I.
ICA- T16148(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for “(a) Essential repair of holding area, installation of baffle with allied works and electrical repairing work, (b) reconstruction of collapsed section of the left-side wall, repair of floor, cleaning/removal of debris, at Shooting Range- C within the compound of PTS, 247 AJC Bose Road, Kol-700027.” The last date for submission of the e-tender is 01/09/2026 up to 12:00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T16136(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Reference No.: WBPWD/AEBSD/NIeT-02/26-27 of The Assistant Engineer, Behala Sub-Division, PWD. Name of Work: Inspection Survey and testing of various components of construction materials of the collapsed Warehouse site at P2 Transport Depot Road, Kolkata-700 088. Bid Submission closing date 01.09.2026 upto 16.00 Hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5019778_1. Details will be available from the website https://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Assistant Engineer, PWD Behala Sub-Division.
ICA- T16157(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for “Special roof treatment with APP on the roof of Lockup of Taltala PS, Kolkata during the year of 2026-2027.” The last date for submission of the e-tender is **01/09/2026 up to 12:00 hours.** The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T16137(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No.11 of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5017670_1. Bid submission start date 25.08.2026. Bid submission end date 01.09.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T16159(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

হাতের মুঠোয় মিসলেনিয়াস

পুজোর আগেই হতে পারে মিসলেনিয়াস পরীক্ষা। যদিও পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়নি। গত পর্বে আমরা বিগত ৯ বছরের প্রশ্নের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করে দেখিয়েছিলাম। এই পর্বে দেওয়া হল বিশেষ করে বাছাই করা পঁচিশটি প্রশ্নের সংকলন। লিখলেন বেস্ট সেলার 'জানা-অজানা পশ্চিমবঙ্গ'-র লেখক এবং ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক **অনিন্দ্য কিশোর**।

১. দু'টি সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফলের অনুপাত ৫ ১ হলে, সংখ্যা দু'টির বর্গের যোগফল ও বর্গের বিয়োগফলের অনুপাত কত?
A) ১৩ ৫
B) ২৫ ১
C) ৫ ২
D) ১৩ ১২

২. নীচের কোনটি আলোর বিচ্ছুরণের প্রাকৃতিক উদাহরণ?
A) মরীচিকা
B) রামধনু গঠন
C) তারার ঝিলমিল করা
D) আকাশের নীল রঙ

৩. 'কপিলবাস্তুর ভিক্ষু' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
B) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
C) কুমুদরঞ্জন মল্লিক
D) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. ইসরো-র ঐতিহাসিক 'গগনযান-১' প্রথম মানবরহিত পরীক্ষামূলক মিশন কোন কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
A) থুম্বা বিষুবরেখায় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র
B) অন্তরীক্ষ ভবন
C) ড. এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ
D) সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র

৫. এক ব্যবসায়ী কোনও দ্রব্যের চিহ্নিত মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ ছাড় দিয়েও ২০ শতাংশ লাভ করেন। যদি তিনি ছাড় না দিতেন, তবে তাঁর লাভ কত শতাংশ হত?
A) ৩৫
B) ৪১.১৮ শতাংশ
C) ৪২.৫ শতাংশ
D) ৩৮.২ শতাংশ

৬. অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহৃত ক্রায়োলাইটের রাসায়নিক সংকেত কোনটি?
A) $Al_2O_3.2H_2O$
B) $KAlSi_3O_8$
C) Na_3AlF_6
D) $Al_2SSO_4V_3$

৭. পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রের জন্য বিখ্যাত 'নয়া' গ্রামটি কোন জেলায় অবস্থিত?
A) বাঁকুড়া
B) বীরভূম
C) পুরুলিয়া
D) পশ্চিম মেদিনীপুর

৮. পূর্বতন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ কর্মসংস্থানে জোর দিতে বাজেটে কোন প্রকল্পের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করেছে?
A) কর্মশ্রী
B) যুবশ্রী
C) লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
D) ঐক্যশ্রী

৯. নির্দিষ্ট বার্ষিক সরল সুদের হারে কোনও মূলধন ৮ বছরে দ্বিগুণ হয়। কত বছরে তা একই সুদের হারে তিনগুণ হবে?
A) ১২ বছর
B) ১৪ বছর
C) ১৬ বছর
D) ২০ বছর

১০. মানবদেহের মূত্র উৎপাদনে নেফ্রনের কোন অংশে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট পুনঃশোষিত হয় না?
A) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা
B) হেনলির লুপ
C) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা
D) বাউম্যান্স ক্যাপসুল

১১. পণ্ডিত রবিশঙ্কর কোন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন?
A) সেতার
B) সরোদ
C) সন্তুর
D) বাঁশি

১২. জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন COP-30 কোন শহরে আয়োজিত হয়?
A) দুবাই
B) বেলেম
C) বাকু
D) প্যারিস

১৩. A একটি কাজ ১২ দিনে এবং B একই কাজ ১৮ দিনে করতে পারে। তারা একসঙ্গে কাজ শুরু করে, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার ৩ দিন আগে B চলে যায়। সম্পূর্ণ কাজটি শেষ হতে মোট কত দিন লাগবে?
A) ৭.৫ দিন
B) ৮ দিন
C) ৮.৫ দিন
D) ৯ দিন

১৪. পরম শূন্য তাপমাত্রায় (^0K) একটি আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির গড় গতিশক্তি কত হয়?
A) শূন্য
B) অসীম
C) বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান
D) ১০০J

১৫. বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন 'জোরবাংলা মন্দির' কে নির্মাণ করেছিলেন?
A) বীর হাম্বির
B) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ
C) দূর্জন সিংহ
D) কৃষ্ণ সিংহ

১৬. মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টে পুরুষ এককে কে বিজয়ী হন?
A) নোভাক জোকোভিচ
B) কার্লোস আলকারাজ
C) ইয়ানিক সিনার
D) দানিল মেদভেদেভ

১৭. স্থির জলে একটি নৌকার বেগ ১২ কিমি/ঘণ্টা এবং স্রোতের বেগ ৩ কিমি/ঘণ্টা। স্রোতের প্রতিকূলে ৪৫ কিমি গিয়ে আবার প্রাথমিক স্থানে ফিরে আসতে মোট কত সময় লাগবে?
A) ৮ ঘণ্টা
B) ৯ ঘণ্টা
C) ১০ ঘণ্টা
D) ৭.৫ ঘণ্টা

১৮. ফল দ্রুত পাকাতে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক ইথোফোন উদ্ভিদে কোন হরমোনের প্রভাব বৃদ্ধি করে?
A) অক্সিন
B) ইথিলিন
C) জিব্বেরেলিন
D) সাইটোকাইনিন

১৯. মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কোন বিখ্যাত উপন্যাসের জন্য ১৯৭৯ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
A) হাজার চুরাশির মা
B) স্তন্যদাত্রী
C) অরণ্যের অধিকার
D) অগ্নিগর্ভ

২০. ১৯০৭ সালের সুরত অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভাজনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন?
A) রাসবিহারী ঘোষ
B) গোপালকৃষ্ণ গোখলে
C) দাদাভাই নওরোজি
D) বাল গঙ্গাধর তিলক

২১. A ও B দু'টি নল একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ২০ মিনিট ও ৩০ মিনিটে পূর্ণ করতে পারে। দু'টি নল একসঙ্গে খুলে দেওয়ার কত মিনিট পর A নলটি বন্ধ করলে চৌবাচ্চাটি মোট ১৮ মিনিটে পূর্ণ হবে?
A) ৬ মিনিট
B) ৮ মিনিট
C) ৯ মিনিট
D) ১০ মিনিট

২২. ডাউন সিন্ড্রোম নামক বংশগত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্রোমোজোম বিন্যাসে কী পরিবর্তন ঘটে?
A) ২১ নম্বর ক্রোমোজোমের মনোজোমি
B) ১৮ নম্বর ক্রোমোজোমের ট্রাইজোমি
C) ২১ নম্বর ক্রোমোজোমের ট্রাইজোমি
D) সেক্স ক্রোমোজোমের একক উপস্থিতি

২৩. উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য শিল্পরূপ কোনটি?
A) ছৌ নাচ
B) গম্ভীর গান
C) আলকাপ
D) খন গান

২৪. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু কত সালে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (ভারত সভা) প্রতিষ্ঠা করেন?
A) ১৮৭৫ সালে
B) ১৮৭৬ সালে
C) ১৮৮৪ সালে
D) ১৮৮৫ সালে

২৫. ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট দলের গড় বয়স ২৭ বছর। যদি কোচের বয়স অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে গড় বয়স ১ বছর বৃদ্ধি পায়। কোচের বয়স কত?
A) ৩৮ বছর
B) ৩৭ বছর
C) ৩৯ বছর
D) ৪০ বছর

উত্তরমালা

১. A	২. B	৩. C	৪. D	৫. B
৬. C	৭. D	৮. A	৯. C	১০. D
১১. A	১২. B	১৩. D	১৪. A	১৫. B
১৬. C	১৭. A	১৮. B	১৯. C	২০. A
২১. B	২২. C	২৩. D	২৪. B	২৫. C

আসছে পুজো

সাড়ম্বরে খুঁটি পুজো পালন হলো দক্ষিণ কলকাতার সব থেকে পুরনো দক্ষিণী সংঘের। সেকালের সাথে একালের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সাবেকিয়ানা বজায় রেখে ৮০ বছরে পা দিলেও এই পুজো। শিল্পী শুভঙ্করের চিন্তায় ভাবনায় নতুন মোড়কে সেজে উঠতে চলেছে দক্ষিণী সংঘ। হাজির ছিলেন দক্ষিণী সংঘের সভাপতি পরিতোষ সিনহা, ক্লাব সচিব সঞ্জিত কুমার দাস,হাজির ছিলেন ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের সভাপতি শ্রী অঞ্জন উকিল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা এবং ক্লাবের সদস্য সদস্যরা। সাবেকি আমাকে বজায় রেখে পরম্পরার বাঁধন স্পর্শ আবহাও ও আবেশ সব মিলিয়ে এক নতুন আঙ্গিকে শিল্পী শুভঙ্করের ভাবনা চিন্তায় এবার ধরা দিতে চলেছে ৮০ বছরের দক্ষিণী সংঘের পুজো ।

ITI থেকে কর্মজীবনের সাফল্য

ফিটার ট্রেডের প্রশিক্ষক শ্রী নিরুপম দে-র হাত ধরে একের পর এক সাফল্যের নজির উদ্ভাবনী প্রকল্পে Inter ITI Project Competition-এ দ্বিতীয় স্থান — সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক

কারিগরি শিক্ষাকে শুধুমাত্র পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং কর্মদক্ষতার সঙ্গে যুক্ত করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে Govt. ITI Gariahat-এর Fitter Trade।

গত ১৮ জুন ২০২৬ Dual Vocational Education and Training Programme-এর অধীনে Siemens India ও Tata STRIVE-এর যৌথ উদ্যোগে Govt. ITI Gariahat-এ অনুষ্ঠিত Inter ITI Project Competition-এ Fitter Trade-এর ২০২৪-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থীরা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

প্রতিযোগিতায় Govt. ITI Gariahat-এর প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থাপন করে অভিনব প্রকল্প 'Mechanical Load Lowering Machine'। বিদ্যুৎ ছাড়াই উঁচু স্থান থেকে ভারী বস্তু নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে নিচে নামানোর উদ্দেশ্যে তৈরি এই প্রকল্পটি প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তব সমস্যা চিহ্নিতকরণ, যান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ এবং উদ্ভাবনী চিন্তার পরিচয় বহন করে।প্রকল্পটির পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতায় উপস্থাপনার প্রতিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পাশে ছিলেন তাঁদের Mentor ও Fitter Trade Instructor শ্রী নিরুপম দে। তাঁর সঠিক দিকনির্দেশনায় প্রশিক্ষণার্থীরা একটি বাস্তব সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার ব্যবহারিক যান্ত্রিক সমাধান তৈরি করার সুযোগ পায়।

এই সাফল্যের পিছনে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মৌসুমি ভঞ্জ সান্যালের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানে একটি ইতিবাচক ও সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

Inter ITI Project Competition-এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন তাই শুধুমাত্র একটি পুরস্কার নয়; এটি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, দলগত কাজ, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী মানসিকতার স্বীকৃতি।

প্রকল্পের সাফল্যের পর কর্মজীবনেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা

Govt. ITI Gariahat-এর Fitter Trade-এর সাফল্য শুধু প্রতিযোগিতার মঞ্চেই সীমাবদ্ধ নয়। শ্রী নিরুপম দে, Instructor– Fitter Trade-এর অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়া একাধিক প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা, রেলওয়ে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

তাঁদের কর্মজীবনের সাফল্য ITI-ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা এবং একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনার মূল্যকে তুলে ধরে।

১. অমিল বিশ্বাস — রেলওয়েতে কর্মজীবনের সূচনা অমিল বিশ্বাস, ২০১৯-২১ শিক্ষাবর্ষের Fitter Trade-এর প্রশিক্ষণার্থী। ITI প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর তিনি বর্তমানে South East Central Railway-এ Assistant Loco Pilot হিসেবে কর্মরত। কারিগরি প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে রেলওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর কর্মজীবন শুরু করা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়।

২. শান্তনু কর্মকার — Eastern Railway-এ Technician শান্তনু কর্মকার, ২০১৯-২১ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থী। বর্তমানে তিনি Eastern Railway-এ Technician হিসেবে কর্মরত। ITI-তে অর্জিত কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে রেলওয়ে ক্ষেত্রে নিজের কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

৩. অভিষেক দত্ত — HAL– Hyderabad অভিষেক দত্ত, ২০২০-২২ শিক্ষাবর্ষের Fitter Trade-এর প্রশিক্ষণার্থী। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা উৎপাদন সংস্থা Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Hyderabad-এ Operator হিসেবে কর্মরত। ITI-র কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার বাস্তব প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তাঁর কর্মজীবন।

৪. অয়ন সাহা — BARC– Tamil Nadu অয়ন সাহা, ২০২০-২২ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থী। বর্তমানে তিনি Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Tamil Nadué-এ Technician হিসেবে কর্মরত। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হওয়া তাঁর দক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষার সাফল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৫. দীপায়ন পুরকাইত — WBPDCL– Kolaghat দীপায়ন পুরকাইত, ২০২২-২৪ শিক্ষাবর্ষের Fitter Trade-এর প্রশিক্ষণার্থী। বর্তমানে তিনি West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL), Kolaghat Thermal Power Station-এ Operator হিসেবে কর্মরত। ITI-তে অর্জিত ব্যবহারিক কারিগরি দক্ষতা কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পে কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি করতে পারে, তাঁর সাফল্য তারই উদাহরণ।

প্রশিক্ষকের সাফল্যই প্রশিক্ষণার্থীর সাফল্য

একজন প্রশিক্ষকের প্রকৃত সাফল্য শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাঁর প্রশিক্ষণার্থীরা যখন বাস্তব কর্মজীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই সেই সাফল্য পূর্ণতা পায়।একদিকে বর্তমান প্রশিক্ষণার্থীদের Inter ITI Project Competition-এ দ্বিতীয় স্থান, অন্যদিকে প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান;এই দুই সাফল্যকে একসূত্রে গাঁথলে স্পষ্ট হয়, Govt. ITI Gariahat-এর Fitter Trade শুধু প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না, তৈরি করছে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী এবং কর্মজীবনের উপযোগী তরুণ প্রজন্ম।এই সাফল্যের ধারায় প্রশিক্ষক শ্রী নিরুপম দে-র নিষ্ঠা ও দিকনির্দেশনার পাশাপাশি অধ্যক্ষা শ্রীমতী মৌসুমি ভঞ্জ সান্যালের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ও উৎসাহ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ITI গড়িয়াহাটের Fitter Trade আগামী দিনে আরও বহু তরুণকে দক্ষতা ও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে;এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক।

সর্বভারতীয় স্তরে গৌরব নম্রতা বসাকের অনন্য সাফল্য

প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের সাফল্যের পাশাপাশি Govt. ITI Gariahat-এর Fitter Trade-এর আরও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন নম্রতা বসাক। ২০২২-২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থী নম্রতা বসাক, ফিটার ট্রেডে প্রশিক্ষক শ্রী নিরুপম দে-র অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে All India Trade Test (AITT), ২০২৪-এ All India Topper হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। একজন ITI প্রশিক্ষণার্থীর সর্বভারতীয় স্তরে এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়; এটি তাঁর পরিবার, প্রশিক্ষক এবং Govt. ITI Gariahat-এর Fitter Trade-এর জন্যও এক বিরাট সম্মানের বিষয়। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মিত অনুশীলন, কারিগরি দক্ষতা এবং প্রশিক্ষকের সঠিক দিকনির্দেশনার সমন্বয়েই এই অসাধারণ ফলাফল সম্ভব হয়েছে।

নম্রতা বসাকের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নয়াদিল্লিতে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)-এর কাছ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন। একজন ITI প্রশিক্ষণার্থীর হাতে জাতীয় স্তরের এই সম্মাননা তুলে দেওয়ার মুহূর্ত নিঃসন্দেহে কারিগরি শিক্ষার মর্যাদাকে আরও উজ্জ্বল করে।

নারী দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব

শ্রী নিরুপম দে-র প্রশিক্ষণদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারী প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা। বর্তমান সময়ে মহিলাদের শুধুমাত্র শিক্ষিত নয়, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং আত্মনির্ভর করে তোলার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বাড়ছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা, তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। নম্রতা বসাকের সর্বভারতীয় স্তরে শীর্ষস্থান অর্জন সেই প্রচেষ্টারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে যে Fitter-এর মতো কারিগরি ট্রেডেও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীরা সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে পারেন এবং দেশের দক্ষ জনশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারেন।

নারী দক্ষতা উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলা 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভাবনার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। দক্ষ নারী মানে আরও শক্তিশালী পরিবার, আরও সক্ষম সমাজ এবং আরও শক্তিশালী কর্মশক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রী নিরুপম দে-র উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি শুধু একটি নির্দিষ্ট ট্রেডের দক্ষতা তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর যুবসমাজ গড়ে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রাখে। নম্রতা বসাকের All India Topper হওয়া তাই শুধুমাত্র একটি পরীক্ষার ফল নয়;এটি নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা সুযোগ, সঠিক প্রশিক্ষণ ও অধ্যবসায় থাকলে ITI-এর প্রশিক্ষণার্থীও সর্বভারতীয় স্তরে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে পারে।